ফারায়েয শিক্ষা

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

ভূমিকা ১
অবতরণিকা ২
ত্যক্ত-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকার ৪
মীরাসের রুক্নসমূহ ৫
মীরাসের শর্তাবলী ৫
মীরাসের কারণসমূহ ৬
মীরাসের প্রতিবন্ধক ৭
ওয়ারেসগণ ৮
মেয়ে ওয়ারেসীন ৯
ওয়ারেসদের প্রকারভেদ ১০
'ফার্য' বা নির্ধারিত অংশের বিবরণ ১০
অর্ধেকাংশের ওয়ারেসগণ ১১
এক চতুর্থাংশের ওয়ারেসীন ১৪
দুই-তৃতীয়াংশের ওয়ারেসীন ১৫
এক-তৃতীয়াংশের ওয়ারেসীন ১৬
উমারী মাসআলাদ্বয় ১৬
বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের পৃথক বিধান ১৮
এক ষষ্ঠমাংশের ওয়ারেসীন ১৯
দাদী-নানীর ফারাযী বিধান ২১
দাদী ও নানীর অংশ ২১
আস্বাবাহ ২২
আস্বাবাহর নানা বিধান ২৪
এক বা একাধিকভাবে ওয়ারেস হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা ২৭
মীরাসের প্রতিবন্ধক (হাজ্ব) ৩০
মীরাসে কে কাকে বঞ্চিত করে? ৩১
দাদা ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে কি না? ৩১
মুশার্রিকাহর মাসআলাহ (শরীককারী মাসআলা) ৩৩
হাজ্বুন নুক্বস্বান (যে অন্তরায়ে অংশ কমে যায়) ৩৪
ফারায়েযের অংক ৩৬

ফারায়েযের অংকে লসাগু নির্ণয়ের পদ্ধতি ৩৭
ভাগ-বন্টনে কমি-বেশী ৪০
১। আওল ৪০
২। আদ্‌ল ৪১
৩। নাক্বস ৪১
যে যে সংখ্যায় 'আওল' হয়, তার পরিমাণ ও ধরন ৪১
তাসহীহ (কারেকশন, এ্যাড্‌জাষ্টমেন্ট) ৪৩
মুনাসাখাত ৫০
দুর্ঘটনাগ্রস্ত একাধিক মৃতের মীরাস ৫৭
রদ (রদ্দ বা আবর্তন) ৫৮
ভ্রূণের মীরাস ৬৪
নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মীরাস ৬৮
খোজার মীরাস ৭২
যাবিল আরহাম ৭৪
ত্যক্ত সম্পত্তি ৭৬

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

'ইল্‌মুল ফারায়িয'কে অর্ধেক ইল্‌ম বলা হয়। এই ইল্‌ম যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, তার জন্য প্রচেষ্টা জারী থেকেছে কালে কালে। যদিও এ ইল্‌ম চর্চার উপরেই অধিক নির্ভরশীল। চর্চা ও অনুশীলন না থাকলে ধীরে ধীরে স্মৃতি থেকে তা লয় ও ক্ষয় হতে থাকে।

আমার যে পরিবেশে কাজ, সে পরিবেশে অবশ্য ফারায়েযের চর্চা নেই। মাঝে-মধ্যে দু-একটা মসলা এলে সমাধান দিতে হয়। তবে কিছু ভাই-বন্ধুর আশা পূরণ করতে গিয়ে এই পুস্তিকা সংকলন করতে হল। আশা করি তাঁরাই উপকৃত হবেন সর্বাগ্রে। তার সাথে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদেরও কাজে লাগবে বলে আমার সুদৃঢ় ধারণা।

হিসাবের বই তো। ভুল হওয়াটা বেশী স্বাভাবিক। সুতরাং প্রিয় পাঠক! ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাকে জানিয়ে সংশোধন করতে সহযোগিতা ক'রে বাধিত করবেন। আল্লাহ সকলকে ভুলের খপ্পর থেকে রক্ষা করুন আমীন।

এই ইল্‌ম চর্চা করুন এবং বহু বহু সওয়াবের অধিকারী হন। মেধাবী ছাত্রদের মাঝে এর পরিশীলন বজায় রাখুন। হকদারকে আল্লাহর দেওয়া হক পৌঁছে দিন। যারা হক মেরে খাচ্ছে বা খাওয়াচ্ছে, তাদের কার্যকলাপ প্রতিহত করুন।

অল্লাহুল মুওয়াফ্‌ফিক্ব।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
জুন, ২০১০

অবতরণিকা

(ক) ইলমুল ফারায়েযের প্রাথমিক বিষয়াবলী

১। ইলমুল ফারায়েযের সংজ্ঞা ঃ-

'ফারায়েয' শব্দটি 'ফারীযাহ' শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ওয়াজেব (অবশ্যকর্তব্য) অথবা নির্ধারিত। এর উৎপত্তি 'ফার্য' শব্দ থেকে।

পরিভাষায় ইলমুল ফারায়েয হল, মীরাস বা উত্তরাধিকার সম্পত্তি ও তার ভাগ-বন্টনের জ্ঞান।

২। ইলমুল ফারায়েযের বিষয়-বস্তু ঃ ত্যক্ত-সম্পদ ও উত্তরাধিকারীদের ভাগ-বন্টন বিবরণ।

৩। ইলমুল ফারায়েযের উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি ঃ উত্তরাধিকারীদের নিকট প্রত্যেকের নিজ নিজ অধিকারের অংশ পৌঁছে দেওয়া।

৪। ইলমুল ফারায়েয শিক্ষা করার মান ঃ ফার্যে কিফায়াহ; কিছু লোক শিক্ষা করলে, বাকীদের পাপ হয় না।

৫। ইলমুল ফারায়েযের ফযীলত ঃ ইল্মুল ফারায়েয একটি গুরুত্বপূর্ণ, শ্রেষ্ঠ ও উন্নত পর্যায়ের ইল্ম। একটি যয়ীফ হাদীসে এটিকে 'নিসফুল ইল্ম' বা অর্ধেক জ্ঞান বলা হয়েছে।

(খ) 'ইর্স'-এর আভিধানিক অর্থ ঃ অবশিষ্ট; একটি মানুষের নিকট থেকে অপর মানুষের নিকট কোন জিনিসের স্থানান্তর হওয়া।

ফারাযীদের পরিভাষায় 'ইর্স' হল, বিভাজনীয় সেই হক, যা রক্ত-সম্পর্কের কারণে অথবা বৈবাহিক বন্ধন-সূত্রে অথবা দাসমুক্তির কারণে মালিকের মৃত্যুর পর হকদারের ভাগে আসে।

(গ) মীরাসে নারী-পুরুষের ভাগে কম-বেশী হওয়ার পিছনে যুক্তি ঃ

১। সম্পদ বৃদ্ধি দানে এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে নারী অপেক্ষা পুরুষ বেশী যোগ্যতা রাখে।

২। নারী অপেক্ষা পুরুষই অর্থের মুখাপেক্ষী বেশী হয়; কারণ তার আর্থিক বোঝা বেশী ভারী।

৩। নারীর ভরণ-পোষণ পুরুষের দায়িত্বে থাকে, অথচ পুরুষের দায়িত্ব তার নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ করা।

৪। পুরুষের মাল খরচ হয়ে যায়, পক্ষান্তরে নারীর মাল সুরক্ষিত থাকে। (যেহেতু তাকে খরচ করতে হয় না।)

বলা বাহুল্য, ইসলাম নারীকে মীরাস ভাগে কম দিয়ে কোন যুলুম করেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, নারীও পুরুষের সমান ভাগ পেয়েছে।

ইসলাম নারীকে তার যথার্থ হক প্রদান করেছে। জাহেলী যুগে নারীকে মীরাসের কোন অংশ দেওয়া হতো না, বর্তমান যুগে কোন কোন আইনে নারীকে পুরুষের সমান ভাগ দেওয়া হয়। অথচ উভয় পন্থার মধ্যবর্তীপন্থা মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে প্রদান করেছেন। মানুষের মনগড়া আইনেই মানুষের যথাযথ অধিকার নষ্ট হয়েছে।

নারীর প্রতি পুরুষকে সচেতন ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! জোরজবরদস্তি ক'রে তোমাদের নিজেদেরকে নারীদের উত্তরাধিকারী গণ্য করা বৈধ নয়। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

ইসলাম আসার পূর্বে মহিলার প্রতি এই অবিচারও করা হত যে, স্বামী মারা গেলে তার (স্বামীর) পরিবারের লোকেরা সম্পদ-সম্পত্তির মত এই মহিলারও জোরপূর্বক উত্তরাধিকারী হয়ে বসত এবং নিজ ইচ্ছায় তার সম্মতি ছাড়াই তাকে বিবাহ ক'রে নিত অথবা তাদের কোন ভাই ও ভাইপোর সাথে তার বিয়ে দিয়ে দিত। এমন কি সৎ বেটাও মৃত পিতার স্ত্রী (সৎ মা)কে বিবাহ করত অথবা ইচ্ছা করলে তাকে অন্য কোথাও বিবাহ করার অনুমতি দিত না এবং সে তার পূর্ণ জীবন বিয়ে ছাড়াই (বিধবা অবস্থায়) অতিবাহিত করতে বাধ্য হত। ইসলাম নারীর প্রতি এই ধরনের সমস্ত প্রকার যুলুম থেকে নিষেধ করেছে।

অপর দিকে নারীর মীরাসের হক সাব্যস্ত ক'রে ঘোষণা করেছে,

{ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا }

অর্থাৎ, মাতা-পিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে; তা অল্পই হোক অথবা বেশীই হোক, (প্রত্যেকের জন্য) নির্ধারিত অংশ (রয়েছে)। *(সূরা নিসা ৭ আয়াত)*

ইসলাম আসার পূর্বে একটি যুলুম এও ছিল যে, মহিলা ও ছোট শিশুদেরকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হত। বড় ছেলে যে যুদ্ধের উপযুক্ত হত, কেবল সেই সমস্ত মালের অধিকারী হত। এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলে দিলেন যে, পুরুষদের মত মহিলা ও ছোট ছেলে-মেয়েরাও তাদের পিতা-মাতার এবং আত্মীয়দের মালের অংশীদার হবে; তাদেরকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে এটা পৃথক ব্যাপার যে, মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক। (যেমন, তিনটি আয়াতের পর

উল্লেখ করা হয়েছে।) এতে না মহিলার উপর যুলুম করা হয়েছে, আর না তার মর্যাদা খাটো করা হয়েছে, বরং ইসলামের এই উত্তরাধিকার নিয়ম ন্যায় ও সুবিচারের দাবীসমূহের সাথে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মহিলাদেরকে ইসলাম জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে এবং পুরুষদের উপরেই চাপিয়েছে এই দায়িত্ব। এ ছাড়াও মোহর বাবদ কিছু মাল মহিলার কাছে আসে। একজন পুরুষই এই মাল তাকে দেয়। এই দিক দিয়ে মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের উপর অনেক বেশী আর্থিক দায়িত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং মহিলার অংশ যদি অর্ধেকের পরিবর্তে পুরুষের সমান হত, তাহলে পুরুষের উপর যুলুম করা হত। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ তাআলা কারো উপর যুলুম করেননি। কেননা, তিনি সুবিচারক এবং সুকৌশলী। *(তফসীর ঃ আহসানুল বায়ান)*

ত্যক্ত-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকার

এ অধিকার ও হক পাঁচটি। আর তা যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ-

১। মৃতের কাফন-দাফনের খরচ।

২। বন্ধকী রাখা ঋণের পরিশোধ্য অর্থ।

৩। মৃতের মালে নয়; বরং তার দায়িত্বে থাকা অর্থ।

যেমন বান্দার হক ঃ ঋণ, বাকী থাকা ঘর-ভাড়া বা কোন জিনিসের মূল্য ইত্যাদি।

আল্লাহর হক ঃ যাকাত, নযর, কাফ্ফারা ইত্যাদি।

৪। (বৈধ) অসিয়ত।

৫। মীরাস।

বলা বাহুল্য, মীরাস বন্টনের পূর্বে পর্যায়ক্রমে উক্ত পাঁচটি হকের খেয়াল অবশ্যই জরুরী।

উদাহরণ স্বরূপ একটি লোক ৫ হাজার টাকায় এক খন্ড জমি বন্ধক রেখে মারা গেছে।

তার কাফন-দাফনে খরচ হয়েছে ১ হাজার টাকা।

তার ঋণ আছে ২ হাজার টাকা।

মসজিদে ১ হাজার টাকা দেওয়ার অসিয়ত ক'রে গেছে।

সুতরাং তার ত্যক্ত অর্থ যদি ২০ হাজার টাকা হয়, তাহলে সবার আগে তার কাফন-দাফনের খরচ ১ হাজার টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। তারপর বন্ধকে রাখা জমি ছাড়াতে হবে এবং ২ হাজার টাকা ঋণ শোধ করতে হবে। অতঃপর তার অসিয়ত অনুযায়ী মসজিদে দিতে হবে ১ হাজার টাকা। সবশেষে অবশিষ্ট ১১ হাজার টাকা ওয়ারেসদের মাঝে ভাগ-বন্টন করা হবে।

পক্ষান্তরে উক্ত পাঁচ প্রকার হক আদায় করতে গিয়ে যদি সব অর্থ শেষ হয়ে যায়, তাহলে ওয়ারেসরা বঞ্চিত থেকে যাবে।

মীরাসের রুক্নসমূহ

রুক্ন মানে খুঁটি; যা না হলে কোন ঘর টিকে থাকে না। মীরাসের খুঁটি হল তিনটি ঃ

১। মুওয়ার্রিস (নিশ্চিতভাবে মৃত অথবা গণ্য করা মৃত; যেমন নিখোঁজ লোক অথবা স্থিরীকৃত মৃত; যেমন ভ্রূণ)।

২। ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী; জীবিত অথবা গণ্য করা জীবিত; যেমন নিখোঁজ লোক ও ভ্রূণ।

৩। ত্যক্ত অর্থ ও সম্পত্তি।

মীরাসের শর্তাবলী

মীরাসের তিনটি শর্ত আছে, তা পূরণ না হলে মীরাস ভাগ হবে না।

১। মুওয়ার্রিস মারা গেছে---সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। অথবা দীর্ঘদিন নিখোঁজ থাকার ফলে তাকে মৃত বলে গণ্য করা। অথবা গর্ভিণীর উপর আঘাতের ফলে ভ্রূণ গর্ভচ্যুত হয়েছে---তা স্থির করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ..... }

অর্থাৎ, কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগিনী থাকে, তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ। *(সূরা নিসা ১৭৬ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে মীরাস পাওয়ার শর্ত হিসাবে বলা হয়েছে, '....মারা গেলে।' অর্থাৎ মারা না গেলে মীরাসের প্রসঙ্গই নেই।

২। মুওয়ার্রিসের মৃত্যুর সময় ওয়ারেসের জীবিত থাকা, অথবা (নিখোঁজ ব্যক্তি) জীবিত বলে গণ্য থাকা, অথবা (ভ্রূণ) জীবিত বলে স্থিরীকৃত হওয়া।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ }

অর্থাৎ, তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ। *(ঐ ১১ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে স্বত্বধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর স্বত্বাধিকার জীবিত ব্যক্তিকেই দেওয়া হয়।

৩। মীরাসের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা।

মহানবী ﷺ বলেন, "কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতী হল সেই বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সেই অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানা সত্ত্বেও অবিচার করল সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকেদের বিচার করল সেও জাহান্নামী।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনে মাজাহ ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬নং)*

মীরাসের কারণসমূহ

মীরাসের কারণ তিনটি ঃ-

১। রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়তা।

২। বৈবাহিক বন্ধন-সূত্র।

৩। দাস মুক্তিকরণ।

রক্ত-সম্পর্ক বা বংশ-সম্বন্ধ বলতে নিকট বা দূরের জন্ম-সূত্র। আর তা হল ৩ শ্রেণীর ঃ-

(ক) মূলগত আত্মীয়, আর তারা হল ঃ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এবং তার উপরে কেউ থাকলে সবাই।

(খ) শাখাগত আত্মীয়, আর তারা হল ঃ পুত্র-পুত্রী, পৌত্র-পৌত্রী, প্রপৌত্র-প্রপৌত্রী এবং তার নিচের কেউ থাকলে সবাই।

(গ) জ্ঞাতিগত আত্মীয়, আর তারা হল উক্ত উভয় প্রকার আত্মীয়দের সন্তান-সন্ততি। যেমন, ভাই-ভাইপো, চাচা-চাচাতো ভাই ইত্যাদি।

বৈবাহিক বন্ধন-সূত্র বলতে শরয়ী সঠিক পদ্ধতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সম্পর্ককে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সঠিকরূপে স্বামী-স্ত্রী প্রমাণিত হলে তারা একে অপরের ওয়ারেস হবে; যদিও আপোসের মিলন না হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের

পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এ তারা যা অসিয়ৎ করে, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তোমাদের সন্তান থাকলে, তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। এ তোমরা যা অসিয়ৎ কর, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। *(ঐ ১২ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দতে থাকলে ওয়ারেস করবে ও হবে। ইদ্দত অবশিষ্ট না থাকলে কেউ কারো ওয়ারেস হবে না। অবশ্য যদি জানা যায় যে, স্বামী তার স্ত্রীকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তালাক দিচ্ছে, তাহলে ইদ্দতের পরেও তাকে মীরাস দেওয়া হবে।

দাস মুক্তিকরণ বলতে, কেউ যদি কোন ক্রীতদাস মুক্তি করে, তাহলে তার ত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারেস হবে ঐ মুক্তিদাতা; যদি তার কোন ওয়ারেস আত্মীয় না থাকে তাহলে। যেহেতু সে তার প্রতি মহা অনুগ্রহ ক'রে মহা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ক'রে নেয়।

এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন, **(إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)**

অর্থাৎ, মুক্ত দাসের সম্পদের মালিক হবে মুক্তিদাতা। *(বুখারী)*

মীরাসের প্রতিবন্ধক

কিছু প্রতিবন্ধক আছে, যার ফলে হকদার ওয়ারেস মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়। তা হল ৩ প্রকার ঃ-

১। দাসত্ব।

২। মুওয়ার্রিসকে (নাহক) হত্যা অপরাধ।

৩। মুওয়ার্রিস ও ওয়ারেসের ধর্ম-ভিন্নতা।

কোন ওয়ারেস ক্রীতদাসে পরিণত হলে সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়।

অন্যায়ভাবে মুওয়ার্রিসকে খুন করলে ওয়ারেস মীরাস থেকে বঞ্চিত হয়। মহানবী ﷺ বলেন, **لَيسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ المِيرَاثِ شَيءٌ.**

অর্থাৎ, খুনীর মীরাসে কোন অংশ নেই। *(বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৫৪২২নং)*

এখানে খুন বলতে সেই খুন, যাতে ক্বিস্বাস, দিয়াত অথবা কাফ্ফারা ওয়াজেব হয়।

আর ধর্ম-ভিন্নতা বলতে মুওয়ার্রিস ও ওয়ারেস ভিন্ন ভিন্ন দুই ধর্মের হবে; একজন মুসলিম ও অপরজন অমুসলিম হলে কেউ কারো ওয়ারেস হবে না। রসূল ﷺ বলেন, **لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَينِ.**

অর্থাৎ, দুই ধর্মাবলম্বী পরস্পর ওয়ারেস হবে না। *(আবূ দাউদ ২৬১১নং)*

ওয়ারেসগণ

পুরুষ ওয়ারেসগণ

পুরুষ ওয়ারেস বিস্তারিতভাবে ১৫ জন ঃ-

১। পুত্র (ছেলে)।
২। পৌত্র (পোতা) ও তার নিম্নের প্রপৌত্র।
৩। পিতা (বাপ)।
৪। পিতামহ (দাদা, বাপের বাপ বা তারও ঊর্ধ্বে অন্য কেউ)।
৫। সহোদর ভাই।
৬। বৈমাত্রেয় ভাই (আখ লিআব, একই বাপ ও ভিন্ন মায়ের সন্তান।)
৭। বৈপিত্রেয় ভাই (আখ লিউম্ম, একই মা ও ভিন্ন বাপের সন্তান।)
৮। ভাইপো ও তার ছেলে।
৯। বৈমাত্রেয় ভাইপো ও তার ছেলে।
১০। আপন চাচা অথবা দাদার ভাই।
১১। বৈমাত্রেয় চাচা।
১২। আপন চাচাতো ভাই।
১৩। আপন চাচাতো ভাইপো এবং তার ছেলে।
১৪। স্বামী।
১৫। (দাস) মুক্তিদাতা।

সমস্ত পুরুষ ওয়ারেস একত্রে পাওয়া গেলে কেবল তিনজন ওয়ারেস হবে। আর তারা হল পুত্র, পিতা ও স্বামী। আর বাকী বঞ্চিত হবে। পিতামহ বঞ্চিত হবে (অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী আত্মীয়) পিতা বর্তমান থাকার কারণে এবং বাকীরা বঞ্চিত হবে (অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী আত্মীয়) পিতা ও পুত্র বর্তমান থাকার কারণে।

পক্ষান্তরে পুরুষ ওয়ারেসদের মধ্যে কেউ একা হলে স্বামী পাবে তার নির্ধারিত অংশ অর্ধেক।

বৈপিত্রেয় ভাই হলে নির্ধারিত অংশের সাথে আবর্তনরূপে অবশিষ্ট মালেরও ওয়ারেস হবে।

আর বাকী অন্যান্যদের মধ্যে প্রত্যেকেই একাকী আস্বাবারূপে সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারেস হবে।

মেয়ে ওয়ারেসীন

মেয়ে আত্মীয়দের মধ্য থেকে ওয়ারেস হবে দশজন।

১। পুত্রী, কন্যা বা মেয়ে।
২। পৌত্রী (পুতিন, ছেলের মেয়ে)।
৩। মা।
৪। স্ত্রী।
৫। নানী।
৬। দাদী।
৭। সহোদর বোন।
৮। বৈমাত্রেয়ী বোন।
৯। বৈপিত্রেয়ী বোন।
১০। (দাস) মুক্তিদাত্রী।

মেয়েরা সকলে এক সাথে একত্রিত হলে তাদের মধ্যে ওয়ারেস হবে পাঁচজন ঃ কন্যা, পৌত্রী, মা, স্ত্রী ও সহোদর বোন। এ ছাড়া বাকী সকলে বঞ্চিতা হবে। দাদী-নানী বঞ্চিতা হবে মায়ের বর্তমানে, বৈপিত্রেয়ী বোন বঞ্চিতা হবে কন্যা ও পৌত্রীর বর্তমানে, বৈমাত্রেয়ী বোন বঞ্চিতা হবে সহোদর বোনের বর্তমানে এবং দাস-মুক্তিদাত্রী বঞ্চিতা হবে সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোনের বর্তমানে।

পক্ষান্তরে এদের মধ্যে কেউ একাকিনী হলে স্ত্রী কেবল তার নির্ধারিত অংশ পাবে।

মুক্তিদাত্রী সমস্ত মাল আসাবারূপে পাবে।

অন্যান্যদের কেউ একাকিনী ওয়ারেস হলে নির্ধারিত অংশের সাথে আবর্তনরূপে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে।

অবস্থান্তরে মেয়ে-পুরুষ সকল ওয়ারেসীন একত্রে জমায়েত হলে তাদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন ওয়ারেস হবে। মা, বাপ, ছেলে, মেয়ে ও স্বামী অথবা স্ত্রী।

বাকী ওয়ারেসীনরা বঞ্চিত হবে। দাদা বঞ্চিত হবে বাপের বর্তমানে, দাদী-নানী বঞ্চিতা হবে মায়ের বর্তমানে, পোতা-পুতিনরা বঞ্চিত হবে ছেলের বর্তমানে এবং বাকীরা বাপ ও বেটার বর্তমানে বঞ্চিত হবে।

ওয়ারেসদের প্রকারভেদ

ওয়ারেসীন দুই প্রকার হয়ে থাকে।

প্রথম প্রকার হল তারা, যাদের মীরাসের অংশ শরীয়তে নির্ধারিত আছে। এদেরকে 'যাবিল ফুরূয' বা নির্ধারিত অংশ-ওয়ালা বলা হয়। রদ্দ বা আবর্তন ছাড়া এদের অংশ বেশী হয় না এবং 'আওল' ছাড়া কম হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার হল তারা, যাদের মীরাসের অংশ শরীয়তে নির্ধারিত নেই; বরং তারা বাকী অংশের ওয়ারেস হয়। এদেরকে 'আসাবাহ' বলা হয়।

এ ছাড়া অন্যান্যদেরকে 'যাবিল আরহাম' বলা হয়। (বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে ইন শাআল্লাহ।)

'ফার্য' বা নির্ধারিত অংশের বিবরণ

আল্লাহর কিতাবে 'ফার্য' বা নির্ধারিত অংশ ছয়টি ঃ-

১। দুই তৃতীয়াংশ ঃ দুয়ের তিন (তিন ভাগের দু'ভাগ)।

২। অর্ধেক ঃ একের দুই (আট আনা)।

৩। এক তৃতীয়াংশ ঃ একের তিন (তিন ভাগের এক ভাগ)।

৪। এক চতুর্থাংশ ঃ একের চার (চার আনা)।

৫। এক ষষ্ঠাংশ ঃ একের ছয় (ছয় ভাগের এক ভাগ)।

৬। এক অষ্টমাংশ ঃ একের আট (আট ভাগের এক ভাগ বা দু' আনা)।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ

كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢) تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}

(١٤) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন; এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু দু-এর অধিক কন্যা থাকলে, তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র একটি কন্যা থাকলে, তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে, তার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হলে এবং কেবল পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হলে, তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, তার ভাই-বোন থাকলে, মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। এ (সবই) সে যা অসিয়ত (মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি উইল) করে, তা কার্যকর ও তার (ছেড়ে যাওয়া) ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমরা তো জান না, তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। এ আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বিধান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এ তারা যা অসিয়ৎ করে, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তোমাদের সন্তান থাকলে, তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। এ তোমরা যা অসিয়ৎ কর, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই ও বোন থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। এ যা অসিয়ৎ করা হয়, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর এবং এ যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এ হল আল্লাহর নির্দেশ। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল।

এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে

তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য।

পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি। *(সূরা নিসা ১১-১৪ আয়াত)*

অর্ধেকাংশের ওয়ারেসগণ

পাঁচজন ওয়ারেস অর্ধেকাংশের মালিক হয় ঃ স্বামী, কন্যা, পৌত্রী, সহোদর বোন ও বৈমাত্রেয়ী বোন।

(ক) স্বামী

স্বামীর অর্ধেক মাল ওয়ারেস হওয়ার জন্য একটি নাস্তিবাচক শর্ত আছে। আর তা হল এই যে, মৃতার যেন কোন শাখাগত ওয়ারেস---অর্থাৎ, কোন প্রকার সন্তান না থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ }

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। *(ঐ)*

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
স্বামী	১/২	১
বাপ	বাকী	১

(খ) কন্যা

কন্যা তার পিতার সম্পদের অর্ধেকাংশের ওয়ারেস হবে। তবে তার দু'টি নাস্তিবাচক শর্ত আছে ঃ-

১। তার যেন কোন ভাই না থাকে।

২। তার যেন কোন শরীক বোন না থাকে।

দলীল পূর্বোক্ত আয়াতে রয়েছে।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
কন্যা	১/২	১
পোতা	বাকী	১

(গ) পৌত্রী বা পুতিন

পুতিনের অর্ধেকাংশ পাওয়ার জন্যও তিনটি নাস্তিবাচক শর্ত আছে ঃ-

১। তার যেন কোন প্রকার চাচা না থাকে। অর্থাৎ, তার ঊর্ধ্বে মৃতের যেন কোন শাখা ওয়ারেস না থাকে।

২। তার যেন কোন ভাই না থাকে।

৩। তার যেন কোন শরীক বোন না থাকে।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
পুতিন	১/২	১
প্রপৌত্র	বাকী	১

(ঘ) সহোদর বোন

সহোদর বোনের অর্ধেকাংশ পাওয়ার চারটি নাস্তিবাচক শর্ত আছে ঃ-

১। মৃতের যেন কোন শাখাগত ওয়ারেস (সন্তান) না থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }

অর্থাৎ, লোকেরা তোমার নিকট বিধান জানতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদেরকে পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে বিধান জানাচ্ছেন; কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক ভগিনী থাকে, তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ। *(সূরা নিসা ১৭৬ আয়াত)*

২। মৃতের যেন কোন মূলগত পুরুষ ওয়ারেস না থাকে। এর দলীল রয়েছে পূর্বোক্ত আয়াতের শুরুতে।

৩। তার যেন কোন ভাই না থাকে। কারণ ভাই থাকলে ভাগ অন্য হবে।

৪। তার যেন কোন শরীক বোন না থাকে। কারণ তাতেও ভাগ পাল্টে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (١٧٦) سورة النساء

অর্থাৎ, আর দুই ভগিনী থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে, তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। *(সূরা নিসা ১৭৬ আয়াত)*

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
বোন	১/২	১
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	১

(ঙ) বৈমাত্রেয়ী বোন

অন্য মায়ের গর্ভে জন্ম কোন বোন থাকলে সেই বোনও অর্ধেকাংশের মালিক হবে। আর তার নাস্তিবাচক শর্ত হল পাঁচটি ঃ-

১। মৃতের যেন কোন শাখাগত ওয়ারেস না থাকে।
২। মৃতের যেন কোন মূলগত পুরুষ ওয়ারেস না থাকে।
৩। ওয়ারেসের যেন কোন ভাই না থাকে।
৪। তার যেন কোন শরীক বোন না থাকে।
৫। মৃতের যেন কোন সহোদর ভাই-বোন না থাকে।

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
বৈমাত্রেয়ী বোন	১/২	১
আপন ভাইপো	বাকী	১

এক চতুর্থাংশের ওয়ারেসীন

দুই শ্রেণীর ওয়ারেস এক চতুর্থাংশের মালিক হয়ে থাকে; স্বামী ও স্ত্রী (এক অথবা একাধিক)।

(ক) স্বামীর এক চতুর্থাংশ মাল পাওয়ার অস্তিবাচক শর্ত হল, স্ত্রীর সন্তান বা শাখাগত কোন ওয়ারেস থাকবে; পুরুষ অথবা নারী, নিকটের অথবা দূরের, বর্তমান স্বামীর অথবা পূর্বের স্বামীর, একক অথবা একাধিক।

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৪
স্বামী	১/৪	১
বেটা	বাকী	৩

(খ) স্ত্রীর এক চতুর্থাংশ মাল পাওয়ার নাস্তিবাচক শর্ত হল, স্বামীর কোন সন্তান বা শাখাগত কোন প্রকার ওয়ারেস থাকবে না।

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৪
স্ত্রী	১/৪	১
বাপ	বাকী	৩

এক অষ্টমাংশের ওয়ারেসীন

একের আট বা দু' আনা অংশের অধিকারী একমাত্র স্ত্রী (এক অথবা একাধিক)। আর তার অস্তিবাচক শর্ত হল, মৃত স্বামীর কোন সন্তান থাকবে।

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৮
স্ত্রী	১/৮	১
বেটা	বাকী	৭

দুই-তৃতীয়াংশের ওয়ারেসীন

সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে চার শ্রেণীর ওয়ারেস ঃ-

১। দুই বা ততোধিক কন্যা। আর তার শর্ত হল, তাদের কোন ভাই থাকবে না।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৬
কন্যা	২/৩	২
কন্যা		২
বাপ	১/৬	১
	বাকী	১

২। দুই বা ততোধিক পৌত্রী। আর তার শর্ত হল দু'টি ঃ-

(ক) তাদের উর্ধ্বে মৃতব্যক্তির কোন শাখাগত ওয়ারেস (চাচা, ফুফু অথবা চাচাতো ভাই, অর্থাৎ মৃতের কোন পুত্র বা পৌত্র) থাকবে না।

(খ) তাদের কোন প্রকার ভাই থাকবে না এবং চাচাতো ভাইও থাকবে না।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৩
পুতিন	২/৩	১
পুতিন		১
আপন চাচা	বাকী	১

৩। দুই বা ততোধিক সহোদর বোন। আর তার শর্ত হল তিনটি ঃ-

(ক) মৃতের শাখাগত কোন ওয়ারেস থাকবে না।
(খ) মৃতের মূলগত কোন পুরুষ ওয়ারেস থাকবে না।
(গ) মৃতের কোন ভাই থাকবে না।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৩
বোন	২/৩	১
বোন		১
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	১

৪। দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন। আর তার শর্ত হল চারটি ঃ-

(ক) মৃতের শাখাগত কোন ওয়ারেস থাকবে না।

(খ) মৃতের মূলগত কোন পুরুষ ওয়ারেস থাকবে না।

(গ) মৃতের কোন সহোদর ভাই-বোন থাকবে না।

(ঘ) তাদেরও কোন সহোদর ভাই থাকবে না।

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৩
বৈমাত্রেয়ী বোন	২/৩	১
বৈমাত্রেয়ী বোন		১
বৈমাত্রেয় ভাইপো	বাকী	১

এক-তৃতীয়াংশের ওয়ারেসীন

যারা ত্যক্ত সম্পত্তির একের তিন অংশের মালিক হবে, তারা দুই শ্রেণীর; মা ও বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন অথবা উভয়ই।

তবে মায়ের ক্ষেত্রে নাস্তিবাচক শর্ত হল ঃ-

১। মৃতের যেন কোন শাখাগত ওয়ারিস না থাকে।

২। মৃতের যেন (সহোদর, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয়) কোন প্রকার একাধিক ভাই বা বোন না থাকে। কারণ একাধিক ভাই বা বোন থাকলে মায়ের অংশ একের ছয় হবে।

৩। মাসআলাটা যেন উমারী দুই মাসআলার কোনটার মত না হয়। অর্থাৎ, মা-বাপ যেন মৃতের স্বামী অথবা স্ত্রীর সাথে একত্র না হয়। নচেৎ মা মূল সম্পত্তির একের তিন অংশ না পেয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তির একের তিন অংশ পাবে।

উমারী মাসআলাদ্বয়

এ মাসআলা দু'টিকে উমারী বলার কারণ হল, উমার বিন খাত্তাব ﵁ সর্বপ্রথম এই ফায়সালা দেন। সে দু'টি লক্ষণীয় ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
স্বামী	১/২	৩
মা	১/৩	২
বাপ	বাকী	১

উক্ত ফারায়ে মায়ের অংশ বাপের দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।

অনুরূপ দ্বিতীয় মাসআলাতেও মায়ের অংশ প্রায় বাপের অংশের কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ১২
স্ত্রী	১/৪	৩
মা	১/৩	৪
বাপ	বাকী	৫

সুতরাং এ ক্ষেত্রে মাকে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ বের ক'রে অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ দিলে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। আর তাই করেছিলেন উমার ﵁। মাসআলা দু'টি নিম্নরূপ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
স্বামী	১/২	৩
	অবশিষ্ট	৩
মা	অবশিষ্টের ১/৩	১
বাপ	বাকী	২

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৪
স্ত্রী	১/৪	১
	অবশিষ্ট	৩
মা	অবশিষ্টের ১/৩	১
বাপ	বাকী	২

জ্ঞাতব্য যে, বাপের জায়গায় যদি দাদা হয়, তাহলে কোন সমস্যা হয় না। কারণ দাদার সাথে মা তুলিত নয়। অতএব সে ক্ষেত্রে পূর্বের মাসআলাদ্বয়ের মত মা বেশী পাবে এবং দাদা কম।

বৈপিত্রেয় ভাই অথবা বোন অথবা উভয়ই; এদের একের তিন অংশ পাওয়ার জন্য শর্ত হল ঃ-

১। মৃতের যেন কোন শাখা ওয়ারেস (সন্তান) না থাকে।

২। মৃতের যেন কোন মূলগত পুরুষ ওয়ারেস (বাপ-দাদা) না থাকে।
৩। তারা যেন একাধিক হয়।
মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ }

অর্থাৎ, যদি কোন পুরুষ অথবা নারী পিতা-মাতা ও সন্তানহীন অবস্থায় কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার এক (বৈপিত্রেয়) ভাই ও বোন থাকে, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। *(সূরা নিসা ১২ আয়াত)*

বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের পৃথক বিধান

১। ভাই অথবা বোন একা হলে অংশে উভয়ে সমান। অর্থাৎ, তাদের কেউ একা হলে মৃতের সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাবে। পক্ষান্তরে সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই একা হলে অবশিষ্ট মালের এবং বোন একা হলে অর্ধেক মালের মালিক হয়।

২। এরা একাধিক হলেও ভাই-বোনে সমান অংশ পাবে। এ ক্ষেত্রে ভাইয়ের অংশ বোনের ডবল হবে না; যেমন অন্যান্য ভাই-বোনের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৩। এদের পুরুষও মাঝে মহিলা পড়লে বঞ্চিত হয় না; যেমন মাঝে মা পড়ার কারণে নানা, কন্যা পড়ার কারণে নাতিন এবং বোন পড়ার কারণে বুনপো ওয়ারেস হয় না।

৪। মাঝে মা পড়া সত্ত্বেও মায়েরই অংশ কমিয়ে দেয়। সুতরাং মায়ের অংশ ১/৩ থেকে ১/৬ ক'রে দেয়।

৫। মা মাঝে পড়লে মা বেঁচে থাকতেও তারা ওয়ারেস হয়। পক্ষান্তরে মা থাকলে নানী ওয়ারেস হয় না, বাপ থাকলে দাদা ওয়ারেস হয় না, বেটা থাকলে পোতা ওয়ারেস হয় না। অবশ্য এ বিষয়ে ওদের মত হবে দাদী, কারণ মাঝে বাপ পড়া সত্ত্বেও দাদী অংশ পায়।

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৬
স্বামী	১/২	৩
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৩	১
বৈপিত্রেয় ভাই		১
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	১

এক ষষ্ঠমাংশের ওয়ারেসীন

আত্মীয়দের মধ্যে একের ছয় অংশ যারা পাবে, তারা সাত প্রকার ঃ-

১। মা

মায়ের এই অংশ পাওয়ার অস্তিবাচক একমাত্র শর্ত হল, মৃতের শাখাগত ওয়ারেস (সন্তান) থাকবে অথবা একাধিক ভাই-বোন থাকবে।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
মা	১/৬	১
বেটা	বাকী	৫

২। বাপ

বাপের এই অংশ পাওয়ার অস্তিবাচক একমাত্র শর্ত হল, মৃতের শাখাগত ওয়ারেস (সন্তান) থাকবে।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
বাপ	১/৬	১
বেটা	বাকী	৫

৩। বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন

এদের এ অংশ পাওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে ঃ-
(ক) মৃতের শাখাগত ওয়ারেস (সন্তান) থাকবে না।
(খ) মৃতের মূলগত পুরুষ ওয়ারেস (বাপ-দাদা) থাকবে না।
(গ) ভাই অথবা বোন একা হবে। (এ সবের দলীল পূর্বোক্ত আয়াত।)

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৬	১
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	৫

৪। দাদা (পিতামহ)

দাদার এ অংশ লাভের দু'টি শর্ত রয়েছে ঃ-
(ক) মৃতের শাখাগত ওয়ারেস (সন্তান) থাকবে।
(খ) বাপ থাকবে না। যেহেতু বাপ থাকলে দাদা বঞ্চিত হবে এবং বাপ না থাকলে দাদা তার স্থান দখল করবে।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
দাদা	১/৬	১
বেটা	বাকী	৫

৫। দাদী অথবা নানী অথবা উভয়েই

এদের ঐ অংশ পাওয়ার একমাত্র নাস্তিবাচক শর্ত হল, তাদের নিম্নে মৃতের মা অথবা (নিকটবর্তী) দাদী-নানী অবর্তমান থাকা। *(আবূ দাউদ ২৮৯৫নং)*

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
নানী	১/৬	১
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	৫

৬। পুতিন; এক অথবা একাধিক; একাধিক হলে সহোদর বোন হতে পারে অথবা বৈমাত্রেয়ী বোন অথবা চাচাতো বোন।

এদের অংশ লাভের শর্ত হল দু'টি ঃ-

(ক) এদের যেন (সহোদর, বৈমাত্রেয় বা সম পর্যায়ের চাচাতো) কোন প্রকার ভাই না থাকে।

(খ) মৃতের অর্ধেকাংশের অধিকারিণী একমাত্র কন্যা ছাড়া অন্য কোন সন্তান না থাকে। এ ক্ষেত্রে কন্যার সাথে পুতিন দুই-তৃতীয়াংশ পূরণ করতে এক ষষ্ঠমাংশের ওয়ারেস হবে।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
বেটি	১/২	৩
পুতিন	১/৬	১
ভাই	বাকী	২

৭। বৈমাত্রেয় বোন একা বা একাধিক; একাধিক হলে সহোদর বোন হতে পারে অথবা বৈমাত্রেয়ী।

এদের ঐ অংশ লাভের শর্তও দু'টি ঃ-

(ক) এদের যেন (সহোদর বা বৈমাত্রেয়) কোন প্রকার ভাই না থাকে।

(খ) মৃতের অর্ধেকাংশের অধিকারিণী একমাত্র বোন ছাড়া অন্য কোন ওয়ারেস না থাকে। এ ক্ষেত্রে সহোদর বোনের সাথে বৈমাত্রেয়ী বোন দুই-তৃতীয়াংশ পূরণ করতে এক ষষ্ঠমাংশের ওয়ারেস হবে।

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
সহোদর বোন	১/২	৩
বৈমাত্রেয়ী বোন	১/৬	১
বৈমাত্রেয় ভাইপো	বাকী	২

দাদী-নানীর ফারাযী বিধান

এদের মধ্যে কারা ওয়ারেস হবে?

'জাদ্দাহ সহীহাহ' (সঠিক উত্তরাধিকারী দাদী বা নানী) ওয়ারেস হয়। আর সে হল ঐ দাদী বা নানী, যার মাঝে ও মৃতের মাঝে এমন কোন পুরুষ আসবে না, যার পূর্বে কোন মহিলা আছে। যেমন ঃ-

১। নানী ও তার মা (বড় মা)।

২। দাদী ও তার মা (বড় মা)।

৩। দাদার মা ও তার মা।

পক্ষান্তরে 'জাদ্দাহ ফাসেদাহ' ওয়ারেস হয় না। আর সে হল ঐ নানী বা দাদী, যার মাঝে ঐরূপ কোন পুরুষ এসে গেছে। যেমন ঃ-

১। নানার মা।

২। নানার বাপের মা (নানার দাদী)।

দাদী ও নানীর অংশ

দাদী-নানীর অংশ একের ছয়; চাহে তা একজন হোক অথবা একাধিক জন, মৃতের কোন শাখাগত ওয়ারেস অথবা একাধিক ভাই থাক বা না থাক। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন ঃ বাইহাক্বী ৬/২৩৫)

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
নানী	১/৬	১
বাপ	বাকী	৫

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ১৮
নানী	১/৬	৩
পোতা	বাকী	১০
পুতিন		৫

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ১২
নানী	১/৬	১
দাদী		১
বেটা	বাকী	১০

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ১৮
নানীর মা	১/৬	১
দাদীর মা		১
দাদার মা		১
বেটা	বাকী	১৫

আস্বাবাহ

আস্বাবাহ সেই ওয়ারেসীনকে বলে, যাদের নির্ধারিত কোন অংশ নেই। 'যাবিল ফুরুয' বা নির্ধারিত অংশ-ওয়ালাদেরকে অংশ বের ক'রে দেওয়ার পর এরা অবশিষ্টাংশের ওয়ারেস হয় এবং কিছু অবশিষ্ট না থাকলে বঞ্চিত হয়।

আস্বাবাহ দুই শ্রেণীর ঃ-

এক ঃ আস্বাবাহ বিন্-নাসাব (বংশগতভাবে আস্বাবাহ)

দুই ঃ আস্বাবাহ বিস্-সাবাব (কারণগত আস্বাবাহ)

আস্বাবাহ বিন্-নাসাব আবার তিন প্রকার ঃ-

(ক) আস্বাবাহ বিন্-নাফ্স (সরাসরি আস্বাবাহ)

(খ) আস্বাবাহ বিল-গাইর (অন্যের দ্বারা আস্বাবাহ)

(গ) আস্বাবাহ মাআল গাইর (অন্যের সাথে আস্বাবাহ)

(ক) আস্বাবাহ বিন্-নাফ্স বা সরাসরি আস্বাবাহ হল তারা, যাদের মাঝে ও মৃতের মাঝে কোন মহিলা নেই। আর তারা হল।

১। বাপ

২। দাদা

৩। বেটা

৪। পোতা বা তার ছেলে ও পোতা

৫। সহোদর ভাই

৬। বৈমাত্রেয় ভাই

৭। ভাইপো

৮। বৈমাত্রেয় ভাইপো

৯। আপন চাচা

১০। বৈমাত্রেয় চাচা

১১। আপন চাচাতো ভাই

১২। বৈমাত্রেয় চাচাতো ভাই

এদেরকে 'আস্বাবাহ বিন্-নাফ্স' (সরাসরি আস্বাবাহ) বলার কারণ হল, এরা নিজে নিজেই আস্বাবাহ। এদের আস্বাবাহ হওয়ার জন্য কারো সঙ্গী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

(খ) আস্বাবাহ বিল-গাইর (অন্যের দ্বারা আস্বাবাহ) চার শ্রেণীর ঃ-

১। এক বা একাধিক মেয়ে, এক বা একাধিক ছেলের দ্বারা।

২। এক বা একাধিক পুতিন, এক বা একাধিক পোতার দ্বারা। চাহে তারা তাদের আপন ভাই হোক অথবা সমপর্যায়ের বা নিম্ন পর্যায়ের চাচাতো ভাই হোক।

৩। এক বা একাধিক সহোদর বোন, এক বা একাধিক সহোদর ভাইয়ের দ্বারা।

৪। এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় বোন, এক বা একাধিক বৈমাত্রেয় ভাইয়ের দ্বারা।

এদেরকে 'আস্বাবাহ বিল-গাইর' বলার কারণ হল, পুরুষের মাধ্যম ছাড়া এরা নিজে নিজে একা একা আস্বাবাহ হতে পারে না।

(গ) আস্বাবাহ মাআল গাইর দুই শ্রেণীর ওয়ারেস ঃ-

১। মৃতের শাখাগত মহিলা ওয়ারেসের সাথে সহোদর বোন।

২। মৃতের শাখাগত মহিলা ওয়ারেসের সাথে বৈমাত্রেয়ী বোন।

বিশেষ এক শ্রেণীর মেয়ে ওয়ারেসের সাথে পড়ে আস্বাবাহ হলে এদেরকে 'আস্বাবাহ মাআল গাইর' বলা হয়। এই শ্রেণীর আস্বাবাহর ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত আছে। *(আহমাদ ১/৪৬৪, বুখারী ৬৩৫৫, তিরমিযী ২০৯৩, ইবনে মাজাহ ২৭২১নং)*

এর শর্ত হল, এ বোনের সাথে যেন কোন ভাই না থাকে। নচেৎ তা 'আস্বাবাহ বিল গাইর'-এ পরিণত হয়ে যাবে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ২
মেয়ে	১/২	১
বোন	বাকী	১

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ৬
মেয়ে	১/২	৩
পুতিন	১/৬	১
বোন	বাকী	২

দ্বিতীয় শ্রেণীর আস্বাবাহ 'আস্বাবাহ বিস্-সাবাব'

আস্বাবাহ বিস্-সাবাব বা (দাসমুক্তির) কারণগত আস্বাবাহ দুই প্রকার ঃ-

১। মুক্তি দাতা বা দাত্রী

২। মুক্তি দাতা বা দাত্রীর আস্বাবাহ বিন্-নাফ্স

আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)

অর্থাৎ, মুক্ত দাসের সম্পদের মালিক হবে মুক্তিদাতা। *(বুখারী ৬৭৫৪নং, দারেমী ২/৩৭৩, বাইহাক্বী ৬/২৪১)*

দ্বিতীয় আস্বাবাহর দলীল দেখুন ঃ দারেমী ২/২৬৯

আস্বাবাহ বিস্-সাবাবের ওয়ারেস হওয়ার শর্ত দু'টি ঃ-

১। যেন বংশগত কোন আস্বাবাহ না থাকে।

২। তাদের ওয়ারেস হওয়াতে কোন বাধা থাকবে।

দ্বিতীয় আস্বাবাহর তরতীব ইত্যাদি আস্বাবাহ বিন্-নাসাবের তরতীব ইত্যাদির অনুরূপ।

আস্বাবাহর নানা বিধান

মীরাসের ব্যাপারে আস্বাবাহর নানা বিধান রয়েছে। তার মধ্যে আস্বাবাহ বিন-নাফ্স-এর রয়েছে তিনটি বিধান ঃ-

১। তাদের মধ্যে যে কেউ একা পড়বে, সে সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারেস হবে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

অর্থাৎ, তোমরা নির্ধারিত অংশ তার অধিকারীদেরকে পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বাকী থাকে, তা নিকটতম পুরুষের জন্য। *(বুখারী ৬৭৩২নং)*

আলোচ্য হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, যাবিল ফুরুযের অংশ নেওয়ার পর বাকী মাল আস্বাবাহ পাবে। পক্ষান্তরে যদি কোন যাবিল ফুরুয না থাকে, তাহলে সমস্ত মালই আস্বাবাহ পেয়ে যাবে।

২। যাবিল ফুরুযদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর বাকী মালের অধিকারী হবে আস্বাবাহ।

৩। যাবিল ফুরুযদেরকে নিজ নিজ অংশ দেওয়ার পর যদি আর কোন মাল অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে আস্বাবাহ বঞ্চিত থেকে যাবে।

আস্বাবাহ বিল-গাইর ও মাআল গাইর-এর বিধান

আস্বাবাহ বিল-গাইর ও মাআল গাইর উপরোক্ত ২ ও ৩নং বিধানে শামিল হবে। অবশ্য ১নং বিধান তাদের জন্য নয়; কারণ তাদের কারো একাকী হওয়াই সম্ভব নয়।

পুরুষদের মহিলাকে আস্বাবাহ করার ব্যাপারে বিধান

প্রত্যেক পুরুষ আস্বাবাহ তাদের (সমপর্যায়ের) মহিলাদেরকে আস্বাবাহ বানায় কেবল চার শ্রেণীর ওয়ারেস ছাড়া ঃ-

১। বাপ ও দাদা।

২। ভাইপো ও তাদের ছেলেরা।

৩। চাচা ও চাচাতো ভায়েরা।

৪। মুক্তিপ্রাপ্ত দাসের সকল প্রকার আস্বাবাহর কোন মহিলা ওয়ারেস হবে না। কেবল মুক্তিদাত্রী ওয়ারেস হবে।

আস্বাবাহর সূত্র

আস্বাবাহর সূত্র হল পাঁচটি যথা ঃ-

১। পুত্রীয় সূত্র; আর তাতে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্ররা শামিল।

২। পৈতৃক সূত্র; আর তাতে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ শামিল।

৩। ভ্রাত্রীয় সূত্র; আর তাতে বৈপিত্রেয় ভাই ছাড়া সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই ও তাদের ছেলেরা শামিল।

৪। পিতৃব্য সূত্র; আর তাতে আপন ও বৈমাত্রেয় চাচা ও তাদের ছেলেরা শামিল।

৫। দাসমুক্তির সূত্র; তাতে মুক্তিদাতা ও দাত্রী এবং দাসের আস্বাবাহ বিন-নাফ্স শামিল।

আস্বাবাহর তরতীব বা পর্যায়ক্রম

এতগুলি আস্বাবাহর মধ্যে কোন্ আস্বাবাহ পর্যায়ক্রমে প্রাধান্য পাবে, তা জানা অবশ্যই জরুরী। সেই পর্যায়ক্রম নিম্নরূপ ঃ-

(ক) সূত্র ধরে তরতীব।

ইতিপূর্বে ক্রমান্বয়ে ৫টি সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম সূত্রের আস্বাবাহ

বর্তমান থাকলে তার পরবর্তী কোন সূত্রের আস্বাবাহ ওয়ারেস হবে না।

(খ) আত্মীয়তার স্তর দেখে তরতীব

১। ওয়ারেস মৃতব্যক্তির কতটা কাছে বা দূরে তা দেখা হবে।

২। সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তীকে ওয়ারেস বানানো হবে। একই সূত্রের ওয়ারেসদের মধ্যে এই তরতীব লক্ষ্যণীয় হবে। যেমন ছেলে ও পোতা থাকলে পোতাকে বাদ দিয়ে ছেলেকে আস্বাবাহ বানানো হবে। যেহেতু পোতা অপেক্ষা ছেলে বেশী নিকটে।

৩। প্রত্যেক সূত্রের ক্ষেত্রে একই নিয়মে তরতীব বিবেচ্য হবে। যেমন ভাইপোর কাছে ভাই এবং চাচাতো ভাইয়ের কাছে চাচা প্রাধান্য পাবে।

(গ) আত্মীয়তার শক্তি দেখে তরতীব

অর্থাৎ, মৃতের সাথে যার আত্মীয়তার শক্তি বেশী হবে, সেই মীরাসলাভে প্রাধান্য পাবে। যেমন সহোদর ভাই ও আপন চাচার আত্মীয়তা বৈমাত্রেয় ভাই ও চাচার আত্মীয়তা অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ১২
স্বামী	১/৪	৩
বাপ	১/৬	২
বেটা	বাকী	৭
ভাই	-	-
চাচা	-	-
মুক্তিদাতা	-	-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৬
মা	১/৬	১
বাপ	১/৬	১
বেটা	বাকী	৭
পোতা	-	-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
স্বামী	১/২	১
সহোদর ভাই	বাকী	১
বৈমাত্রেয় ভাই	-	-
চাচা	-	-

এক বা একাধিকভাবে ওয়ারেস হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা

যাবিল ফুরুয বা আস্বাবাহ রূপে অথবা উভয় রূপে ওয়ারেস হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে ওয়ারেসদের ঃ-

এক ঃ যারা কেবল যাবীল ফুরুয রূপে ওয়ারেস হয় এবং আস্বাবাহ হয় না, তারা হল ঃ-

১। মা
২। দাদী বা নানী
৩। বৈপিত্রেয় ভাই। (একই সঙ্গে সে চাচাতো ভাই হলে কথা ভিন্ন।)
৪। স্বামী অথবা স্ত্রী।

দুই ঃ যারা কেবল আস্বাবাহ রূপে ওয়ারেস হয় এবং যাবীল ফুরুয রূপে হয় না, তারা হল আস্বাবাহ বিন-নাফ্স ঃ-

১। বেটা।
২। পোতা।
৩। সহোদর ভাই।
৪। বৈমাত্রেয় ভাই।
৫। সহোদর ভাইপো।
৬। বৈমাত্রেয় ভাইপো।
৭। আপন চাচা।
৮। বৈমাত্রেয় চাচা।
৯। আপন চাচাতো ভাই।
১০। বৈমাত্রেয় চাচাতো ভাই।
১১। মুক্তিদাতা।
১২। মুক্তিদাত্রী

তিন ঃ এদের মধ্যে কেবল বাপ ও দাদার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। যেহেতু এরা কখনো যাবিল ফুরুয রূপে, কখনো আস্বাবাহ রূপে, আবার কখনো উভয় রূপে ওয়ারেস হয়ে থাকে।

(ক) যাবিল ফুরুয রূপে দুই অবস্থায় ওয়ারেস হয় ঃ-

১। মৃতের শাখাগত পুরুষ ওয়ারেস থাকা অবস্থায়।
২। যাবিল ফুরুয সমস্ত সম্পত্তি শেষ ক'রে ফেললে। অর্থাৎ, আস্বাবাহর

পাওয়ার মত কিছু না থাকলে।

(খ) কেবল আস্বাবাহ রূপে ওয়ারেস হবে; যদি মৃতের শাখাগত কোন ওয়ারেস (সন্তান) না থাকে।

(গ) উভয় রূপে ওয়ারেস হবে; যদি মৃতের শাখাগত মহিলা (সন্তান) থাকে এবং যাবিল ফুরুয সমস্ত মাল শেষ না করে।

উদাহরণ ঃ- বাপ, কেবল যাবিল ফুরুয রূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৬
বাপ	১/৬	১
বেটা	বাকী	৫

কেবল আস্বাবাহ রূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
স্বামী	১/২	১
বাপ	বাকী	১

উভয় রূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৬
বেটি	১/২	৩
বাপ	১/৬	১
	বাকী	২

দাদা, কেবল যাবিল ফুরুয রূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৬
মা	১/৬	১
দাদা	১/৬	১
বেটা	বাকী	৪

কেবল আস্বাবাহ রূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. = ১২
স্ত্রী	১/৪	৩
মা	১/৩	৪
দাদা	বাকী	৫

উভয় রূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৬
বেটি	১/২	৩
পুতিন	১/৬	১
দাদা	১/৬	১
	বাকী	১

চার ঃ যারা যাবিল ফুরুযরূপে অথবা আস্বাবাহরূপে ওয়ারেস হয় এবং উভয়রূপে হয় না, তারা চার শ্রেণীর ওয়ারেস ঃ-

১। এক অথবা একাধিক কন্যা।

২। এক অথবা একাধিক পুতিন।

৩। এক অথবা একাধিক সহোদর বোন।

৪। এক অথবা একাধিক বৈমাত্রেয়ী বোন।

এরা যাবিল ফুরুয হিসাবে ওয়ারেস হবে, যখন এদের ভাই থাকবে না এবং আস্বাবাহ হিসাবে ওয়ারেস হবে, যখন এদের ভাই থাকবে।

উদাহরণ ঃ- কন্যা, যাবিল ফুরুযরূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
কন্যা	১/২	১
পোতা	বাকী	১

আস্বাবাহরূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৬×৩= ১৮	
মা	১/৬	১	৩
বাপ	১/৬	১	৩
বেটা	বাকী	৪	৮
বেটি			৪

পুতিন, যাবিল ফুরুযরূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
পুতিন	১/২	১
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	১

আস্বাবাহরূপে ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৬/ ১৮	
মা	১/৬	১	৩
বাপ	১/৬	১	৩
পোতা	বাকী	৪	৮
পুতিন			৪

মীরাসের প্রতিবন্ধক (হাজ্ব)

এমন ওয়ারেস আছে, যার বর্তমানে অন্য হকদার ওয়ারেস তার মীরাস থেকে বিলকুল বঞ্চিত হয় অথবা অংশে কম পায়।

এই প্রতিবন্ধক জানা বড় জরুরী জিনিস। উলামাগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি মীরাসের প্রতিবন্ধক চেনে না, তার জন্য বৈধ নয় ফারাযের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া।

মীরাসের অন্তরায় ও প্রতিবন্ধক দুই শ্রেণীর ঃ-

১। হাজ্বুল আওস্বাফ (গুণগত অন্তরায়)

২। হাজ্বুল আশখাস (ব্যক্তিগত অন্তরায়)

হাজ্বুল আওস্বাফ হল এমন অন্তরায়, যা কোন ওয়ারেসযোগ্য আত্মীয়কে মীরাস থেকে বঞ্চিত করে। যেমন দাসত্ব, মুওয়ার্রিসকে হত্যা এবং ধর্মভিন্নতা বা ধর্মত্যাগ।

যে ব্যক্তির মধ্যে উক্ত গুণাবলীর কোন একটা পাওয়া যাবে, সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। এমন ব্যক্তির থাকা-না থাকা উভয় সমান। এমন ব্যক্তি অন্য কোন ওয়ারেসের প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। আর যে কোন ওয়ারেস এই শ্রেণীভুক্ত হতে পারে।

পক্ষান্তরে হাজ্বুল আশখাস হল কোন ব্যক্তির বর্তমান অপর ওয়ারেসকে মীরাস থেকে সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকরূপে বঞ্চিত করা।

সুতরাং এই অন্তরায় দুই প্রকার ঃ-

১। হাজ্বুল হিরমান (সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা)।

২। হাজ্বুন নুক্বস্বান (আংশিকরূপে বঞ্চিত করা)।

হাজ্বুল হিরমান আছে চার শ্রেণীর মানুষ ঃ-

(ক) যারা নিজেরা প্রভাবিত হয় না, কিন্তু অপরকে প্রভাবিত করে। আর তারা হল পিতামাতা ও পুত্রকন্যা।

(খ) যারা নিজেরা প্রভাবিত হয়, কিন্তু অপরকে প্রভাবিত করে না। আর তারা হল বৈপিত্রেয় ভাই।

(গ) যারা নিজেরা প্রভাবিত হয় না এবং অপরকেও প্রভাবিত করে না। আর তারা হল স্বামী ও স্ত্রী।

(ঘ) যারা নিজেরা প্রভাবিত হয় এবং অপরকেও প্রভাবিত করে।

আর এই শেষোক্ত শ্রেণীর ওয়ারেস হল ৪ প্রকার ঃ-

১। পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য মূলগত ওয়ারেসীন।

২। পুত্রকন্যা ছাড়া অন্যান্য শাখাগত ওয়ারেসীন।

৩। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ছাড়া অন্যান্য পার্শ্ববর্তী ওয়ারেসীন (ভাই-চাচা প্রভৃতি)।

৪। ক্রীতদাসের ওয়ারেসীন।

মীরাসে কে কাকে বঞ্চিত করে?

এ ব্যাপারে ওয়ারেসীন তিন শ্রেণীর ঃ-

১। মূলগত ওয়ারেসীন। আর তাদেরকে মূলগত ওয়ারেসই বঞ্চিত করে। যেমন দাদাকে কেবল বাপই অথবা নিকটবর্তী দাদাই বঞ্চিত করে এবং দাদী বা নানীকে কেবল মা-ই অথবা নিকটবর্তী দাদী বা নানীই বঞ্চিত করে।

২। শাখাগত ওয়ারেসীন। আর তাদেরকে মূলগত ওয়ারেসই বঞ্চিত করে। যেমন পোতাকে কেবল ছেলে অথবা নিকটবর্তী পোতাই বঞ্চিত করে।

৩। পার্শ্ববর্তী ওয়ারেসীন ও ক্রীতদাসের ওয়ারেসীন। এদেরকে মূলগত, শাখাগত ও পার্শ্ববর্তী ওয়ারেসীন বঞ্চিত করে।

দাদা ভাই-বোনকে বঞ্চিত করে কি না?

এ ব্যাপারে উলামাদের মধ্যে দু'টি মত রয়েছে ঃ-

(ক) দাদা (সহোদর ও বৈমাত্রেয়) ভাই-বোনকে বঞ্চিত করবে না। আর এ মত হল ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ রাহিমাহুমুল্লাহর।

(খ) দাদা ভাই-বোনকে বঞ্চিত করবে। এ মত আবূ বাক্র ﷺ-এর এবং এই মতই গ্রহণ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা ও এক বর্ণনায় ইমাম আহমাদ রাহিমাহুমাল্লাহ। আর এটাই ঠিক বলে মনে হয়। কারণ, ভাই-বোনের মীরাস 'কালালাহ'র সাথে শর্তসাপেক্ষ। আর কালালাহ হল সেই মৃত ব্যক্তি, যার পিতা-সন্তান কেউ নেই। অথচ দাদা হল এক রকম পিতা। সুতরাং দাদার বর্তমানে

কালালাহ তথা ভাই-বোনের ওয়ারেস হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

পক্ষান্তরে যাঁরা দাদার সাথে ভাই-বোনকে ওয়ারেস বানান, তাঁরা এইভাবে ভাগ করেন ঃ-

১। তাদের সাথে কোন যাবিল ফুরুয না থাকলে যদি ভাই একজন হয়, তাহলে দাদা ও ভাইয়ের সমান অংশ গণ্য করা হবে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =২
দাদা		১
ভাই		১

একাধিক ভাই হলে দাদাকে মালের একের তিন অংশ দেওয়া হবে। উদাহরণঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৩×৩=৯
দাদা	১/৩	৩
ভাই	বাকী	২
ভাই		২
ভাই		২

২। তাদের সাথে যাবিল ফুরুযের কেউ থাকলে; যেমন যাবিল ফুরুযের মধ্যে মা পড়লে দাদাকে একটি ভাইয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি অংশ দিতে হবে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. =৩
মা	১/৩	১
দাদা	বাকী	১
ভাই		১

ভাইয়ের সংখ্যা অধিক হলে এবং যাবিল ফুরুযের মধ্যে স্বামী পড়লে দাদাকে অবশিষ্টাংশের একের তিন অংশ দিতে হবে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৬×৩= ১৮
স্বামী	১/২	৯
	বাকী	৯
দাদা	বাকীর ১/৩	৩
ভাই	বাকী	২
ভাই		২
ভাই		২

উক্ত ফারাযে যদি মা ও স্বামী উভয় পড়ে, তাহলে দাদাকে একের ছয় মাল দিতে হবে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৬×৩= ১৮
মা	১/৬	৩
স্বামী	১/২	৯
দাদা	১/৬	৩
ভাই	বাকী	১
ভাই		১
ভাই		১

লক্ষণীয় যে, দাদার অংশ ভাইয়ের থেকে কম হবে না। এক ভাইয়ের ক্ষেত্রে সমান ভাগ পাবে এবং একাধিক ভাইয়ের ক্ষেত্রে বেশী অংশ পাবে।

কিন্তু যাবিল ফুরুয যদি সমস্ত মাল শেষ ক'রে দেয়, তাহলে ভাই বঞ্চিত হবে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ১২/ ১৫
মা	১/৬	২
স্বামী	১/ ৪	৩
বেটি	১/২	৬
পুতিন	১/৬	২
দাদা	১/৬	২
ভাই	বাকী	নেই

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ১২/ ১৩
মা	১/৬	২
স্বামী	১/ ৪	৩
বেটি	১/২	৬
দাদা	১/৬	২
বোন	বাকী	নেই

মুশার্রিকাহর মাসআলাহ

(শরীককারী মাসআলা)

ফারাযের এই মাসআলায় থাকবে স্বামী, একের ছয় লাভের কোন ওয়ারেস মা অথবা দাদী-নানী, বৈপিত্রেয় দুই বা ততোধিক ভাই এবং একাধিক সহোদর ভাই

অথবা ভাই-বোন; কেবল বোন নয়। সুতরাং এর রুকন্ হল ৪টি। এ চারটির মধ্যে একটি না হলে এই মাসআলা হবে না।

এই মাসআলায় বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ারেস হবে এবং সহোদর ভাই কি বঞ্চিত থাকবে? এ বিষয়ে দু'টি মত রয়েছে এবং উভয় মতের দলীল রয়েছে। প্রথম মত এই যে, সহোদর ভাইরা বঞ্চিত হবে। আর এটাই বলিষ্ঠ মত বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় মত হল, সহোদর ভাইয়েরা বৈপিত্রেয় ভাইদের অংশে শরীক হবে। আর তার জন্যই এই মাসআলার নাম দেওয়া হয়েছে 'মুশার্রিকার মাসআলাহ'। উদাহরণে উভয় মতের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে ঃ-

ওয়ারেসীন	ফারাযী অংশ				
	আলী, আবূ হানীফা ও আহমাদের মতে		উমার, উসমান, মালেক, শাফেয়ীর মতে		
	ল.সা.গু.=৬		ল.সা.গু. ৬×৩= ১৮		
স্বামী	১/২	৩	১/২	৩	৯
মা	১/৬	১	১/৬	১	৩
বৈপিঃ ভাই	১/৩	১	১/৩	৩	২
বৈপিঃ ভাই		১			২
সহোঃ ভাই	-	-			২

হাজ্‌বুন নুক্বস্বান
(যে অন্তরায়ে অংশ কমে যায়)

হাজবুন নুক্বস্বানের ফলে ওয়ারেসের বেশী অংশ কম অংশে পরিণত হয়। আর এই নোকসান সকল ওয়ারেসের ক্ষেত্রেই আসতে পারে।

এই নোকসান দুই প্রকার হয়ে থাকে ঃ-

১। এর ফলে নির্ধারিত একটি অংশ থেকে নির্ধারিত অন্য কম অংশে অথবা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিণত হয়। একে বলে 'হাজবুন নুক্বস্বান বিল-ইন্তিক্বাল'।

২। ওয়ারেসদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অংশের পরিমাণ কমে যায়। একে বলে 'হাজবুন নুক্বস্বান বিল-ইযদিহাম'।

'হাজবুন নুক্বস্বান বিল-ইন্তিক্বাল' আবার চারভাবে ঘটে থাকে ঃ-

(ক) নির্ধারিত একটি অংশ থেকে নির্ধারিত অন্য কম অংশে পরিণত হয়। যেমন স্বামীর অংশ ১/২ থেকে ১/৪ এবং স্ত্রীর অংশ ১/৪ থেকে ১/৮-এ

পরিণত হয়।

(খ) নির্ধারিত অংশ থেকে আস্বাবাহর কম অংশে পরিণত হয়। যেমন একমাত্র কন্যার অর্ধেকাংশ থেকে আস্বাবাহ রূপে তার কম অংশ লাভ করে।

(গ) আস্বাবাহরূপে বেশী অংশ না পেয়ে নির্ধারিত অংশ-ওয়ালারূপে কম অংশ লাভ করে। যেমন বাপ আস্বাবাহ থেকে ১/৬ অংশ লাভ করে।

(ঘ) আস্বাবাহরূপে বেশী অংশ থেকে কম অংশে পরিণত হয়। যেমন সহোদর বা বৈমাত্রেয়ী বোনের 'আস্বাবাহ মাআল গাইর' থেকে 'আস্বাবাহ বিল-গাইর'-এ পরিণত হয়।

'হাজবুন নুক্বস্বান বিল-ইযদিহাম' তখন হয়, যখন ওয়ারেসের শরীক-সংখ্যা বেশী হয় অথবা যাবিল ফুরূয ওয়ারেস বেশী থাকে।

এই নোকসান তিনভাবে হয় ঃ-

(ক) নির্ধারিত অংশে শরীকের সংখ্যা-বৃদ্ধি। যেমন একাধিক স্ত্রীর ১/৪ বা ১/৮ অংশে শরীক হলে হয়।

(খ) আস্বাবাহর সংখ্যা বেশী হলে বাকী মালে শরীকানায় অংশ কমে যায়।

(গ) যাবিল ফুরূযদের সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে অংশ কমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত মাসআলায় 'আওল' হয়। (এ কথা পরে আসছে।)

নির্ধারিত অংশের শরীকদের সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণে ভাগে কম পাওয়ার উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু.=৬
বেটি	২/৩	১
বেটি		১
বেটি		১
বেটি		১
চাচা	বাকী	২

এ মাসআলায় প্রত্যেকটি মেয়ে বাপের সম্পত্তির ১/৬ অংশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে একা হলে ১/২ এবং দু'জন হলে ১/৩ ক'রে অংশ পেত।

আস্বাবাহর সংখ্যা বেশী হওয়ার ফলে অংশ কম পাওয়ার উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু.= ৪
স্ত্রী	১/৪	১
চাচা	বাকী	১
চাচা		১
চাচা		১

এই মাসআলায় প্রত্যেক চাচা ১/৪ অংশ পেয়েছে। অথচ একা হলে পুরো সম্পত্তির সবটাই সে লাভ করত।

যাবিল ফুরুযদের সংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে অংশ কম পাওয়ার উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৬/৮	
মা	১/৩	২	২
স্বামী	১/২	৩	৩
বোন	১/২	?	৩

লক্ষণীয় যে, মা ছয়ের মধ্যে ১/৩-এর জায়গায় আটের মধ্যে ১/৩ পেয়েছে। অনুরূপ স্বামী ও বোনের অংশ অর্ধেক থেকে কম হয়েছে।

ফারায়েযের অংক

ইল্‌মুল মাওয়ারিস বা ইল্‌মুল ফারায়েযের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ভগ্নাংশের অংক জানা। যেহেতু হকদারকে যথাযথভাবে হক বুঝিয়ে দিতে হলে সঠিক হিসাব ও অংক জানা জরুরী।

এ অংকে যা জানা জরুরী, তা হল ভগ্নাংশের যোগ ও ল সা গু ইত্যাদি। যেহেতু সহজে ভাগ করা যায় না এমন কয়েকটি সংখ্যার ক্ষুদ্রতম বা লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক নির্ণয় করতে পারলে তবেই সমানভাবে সকলকে মীরাস ভাগ ক'রে দেওয়া সম্ভব হবে।

ল সা গু বের করার পদ্ধতি কয়েকটি, যেমন ঃ-

১। মনে কর ১৫ ও ২৫-এর ল সা গু বের করতে হবে। এই দু'টি সংখ্যার সাধারণ উৎপাদক হল ৫। অর্থাৎ ৫ দিয়ে উভয় সংখ্যাকেই ভাগ করা যায়। সুতরাং নির্ণেয় ল সা গু-এর উৎপাদক হিসাবে ৫-কে নেওয়া হবে।

অন্য দিকে ১৫-এর অন্য উৎপাদকটি ৩। ল সা গু টি ১৫ দ্বারা বিভাজ্য হতে হলে এই ৩-কেও উৎপাদক হিসাবে থাকতে হবে। আর ২৫-এর আর একটি উৎপাদক ৫। সুতরাং ৫-ও উৎপাদক হিসাবে থাকবে। অতএব সাধারণ উৎপাদক ৫-এর সঙ্গে ১৫ ও ২৫-এর আরো দু'টি উৎপাদক ৫ ও ৩ নিয়ে পরস্পর গুণ ক'রে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, সেটিই হবে ১৫ ও ২৫-এর ল সা গু। অর্থাৎ, ৫×৩×৫=৭৫

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ সংখ্যাগুলি কমা দিয়ে পাশাপাশি নিয়ে ২ থেকে শুরু ক'রে মৌলিক সংখ্যা দিয়ে পর পর ভাগ ক'রে সেই ভাজকগুলির সঙ্গে শেষ ভাগফলগুলিকে নিয়ে গুণ করলেই ল সা গু পাওয়া যাবে।

যেমন ঃ ৯,৮,৬

২	৯,	৮,	৬
৩	৯,	৪,	৩
	৩,	৪,	১

অর্থাৎ, ২×৩×৩×৪×১=৭২। সুতরাং ৯, ৮ ৬-এর ল সা গু হল ৭২। এই ৭২ সংখ্যাকে ঐ ৯, ৮ ও ৬ দিয়ে সমানভাগে ভাগ করা যায় এবং তাতে অবশিষ্ট কিছু থাকে না।

ফারায়েযের অংকে লসাগু নির্ণয়ের পদ্ধতি

১। ওয়ারেসদের মধ্যে যদি কোন যাবিল ফুরুয না থাকে এবং সকলেই কেবল আস্বাবাহ থাকে, তাহলে তার ল সা গু হবে মাথাপিছু সংখ্যা হিসাবে; সকলে পুরুষ থাকলে প্রত্যেকের জন্য ১ ধরে যোগ ক'রে মোট সংখ্যা হবে তার ল সা গু। পক্ষান্তরে সঙ্গে মহিলা থাকলে প্রত্যেক মহিলাকে ১ গণ্য ক'রে পুরুষকে ২ গণ্য করতে হবে। পরিশেষে যোগ ক'রে তার ল সা গু নির্ণীত হবে।

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৩
বেটা	সমভাগ	১
বেটা		১
বেটা		১

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৮
বেটা	পুরুষের ভাগ নারীর দ্বিগুণ	২
বেটা		২
বেটা		২
বেটি		১
বেটি		১

২। ওয়ারেসদের মধ্যে যদি একজন যাবিল ফুরুযবিশিষ্ট থাকে, তাহলে ল সা গু তার ভাগের হরকে গণ্য করতে হবে। (ভগ্নাংশের নিজের সংখ্যাকে 'হর' এবং উপরের সংখ্যাকে 'লব' বলে। যেমন ১/৩-এর ১ হল লব এবং ৩ হল হর।)

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৮
স্ত্রী	১/৮	১
বেটা	বাকী	৭

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৬
দাদী	১/৬	১
ভাই	বাকী	৫

৩। ওয়ারেসদের মধ্যে একাধিক যাবিল ফুরুয থাকলে তার ল সা গু কিভাবে নির্ণয় করা যাবে?

(ক) নির্ধারিত অংশগুলির ভগ্নাংশের হর লক্ষ্য ক'রে দেখা যাবে, তা যদি সদৃশ হয়, তাহলে সেটাই হবে তার ল সা গু। যেমন ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৩
দুই বোন	২/৩	২
দুই বৈমাত্রেয়ী বোন	১/৩	১

(খ) যদি হর সংখ্যাগুলির মধ্যে তাদাখুল হয় (অর্থাৎ, ছোট সংখ্যাটি বড় সংখ্যার অর্ধেক হয়), তাহলে বড় সংখ্যাটি তার ল সা গু হবে। যেমন ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৬
মা	১/৬	১
দুই বৈমাত্রেয় ভাই	১/৩	২
সহোদর ভাই	বাকী	৩

যথা নিয়মে ল সা গু করলে দেখা যাবে,

২	৬,	৩
৩	৩,	৩
	১,	১

২×৩× ১× ১=৬

(গ) হরের সংখ্যাগুলিতে যদি তাওয়াফুক থাকে, তাহলে সেই তাওয়াফুক অর্ধেকে থাকলে (অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদক ২ হলে) একটি হরের অর্ধেক নিয়ে অপরটি দ্বারা গুণ করলে তার গুণফলই ল সা গু হবে। যেমন ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ১২
স্বামী	১/৪	৩
দাদী	১/৬	২
বেটা	বাকী	৭

এখানে দু'টি ভগ্নাংশের একটির হর আছে চার এবং অপরটির আছে ৬। ২ দিয়ে ভাগ করলে উভয়কে ভাগ করা যায়। অতএব ২ বা অর্ধেকে উভয় সংখ্যার মিল আছে। এখন প্রথম হরটি (৪)এর অর্ধেক অর্থাৎ ২ কে অপর হরটি (৬)কে গুণ করলে ১২ হয় অথবা দ্বিতীয় হরটি (৬)এর অর্ধেক অর্থাৎ ৩ কে প্রথম হরটি (৪)কে গুণ করলেও ১২ হয়। তাই ১২ হল এই অংকের ল সা গু।

অনুরূপ যথা নিয়মে ল সা গু করলে দেখা যাবে,

২	৪,	৬
	২,	৩

২×২×৩= ১২

(ঘ) যদি হরের সংখ্যাগুলির মধ্যে তাবায়ুন (অমিল) থাকে, তাহলে একটিকে অপরের সাথে গুণ করলেই তার ল সা গু পাওয়া যাবে। যেমন ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৬
মা	১/৩	২
বোন	১/২	৩
ভাইপো	বাকী	১

৩×২=৬

ফারায়েয অংকের ল সা গু কে আরবীতে 'আসলুল মাসায়েল' বলা হয়। আর তা হল সেই বুনিয়াদী ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, যাকে সমস্ত অংশ দিয়ে অবশিষ্ট ছাড়াই ভাগ করা যায়।

ফারায়েযে এই শ্রেণীর ল সা গু হল ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪। উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট করা হোক ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ২
বোন	১/২	১
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	১

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৩
২ বোন	২/৩	২
চাচা	বাকী	১

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৪
স্বামী	১/৪	১
বেটা	বাকী	৩

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৬
মা	১/৬	১
বেটা	বাকী	৫

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৮
স্ত্রী	১/৮	১
বেটা	বাকী	৭

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ১২
মা	১/৬	২
স্বামী	১/৪	৩
বেটা	বাকী	৭

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ২৪
স্ত্রী	১/৮	৩
বাপ	১/৬	৪
বেটা	বাকী	১৭

প্রথম হরটির অর্ধেক ৪ গণিত ৬ সমান ২৪ অথবা দ্বিতীয় হরটির অর্ধেক ৩ গণিত ৮ সমান ২৪।

ভাগ-বন্টনে কমি-বেশী

হকদারকে হক বন্টন করতে হলে ওয়ারেসীনদের অংশের তুলনায় বিভাজ্য সংখ্যা সঠিক হওয়া জরুরী। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সে সংখ্যা বেশী হয়েছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় তা কম হয়েছে। এ মর্মে ফারায়েযের অংকের তিন অবস্থা হতে পারে ঃ-

১। আওল

আওল মানে বেশী, অতিরিক্ত। ফারায়েযে আওল হল বিভাজ্য সংখ্যার তুলনায় নির্ধারিত অংশ বেশী হওয়া। যেমন ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৬/৭
স্বামী	১/২	৩
দাদী	১/৬	১
বোন	১/২	৩

উক্ত ফারায়েযে ১/৬ অংশটি বেশী বা আওল হয়েছে। ফলে আরো ১ বাড়িয়ে তা ৭ করতে হয়েছে।

২। আদ্‌ল

আদ্‌ল মানে সঠিক বা সমান। বিভাজ্য সংখ্যার তুলনায় নির্ধারিত অংশ সমান সমান হলে 'আদ্‌ল' হয়। যেমন ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ২
স্বামী	১/২	১
বৈমাত্রেয়ী বোন	১/২	১

৩। নাক্বস

নাক্বস মানে কমি। বিভাজ্য সংখ্যার তুলনায় নির্ধারিত অংশ কম হলে 'নাক্বস' হয়। যেমন ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু =৬
মা	১/৬	১
বৈমাত্রেয় ভাই	১/৩	১
বৈমাত্রেয় ভাই		১

আওল হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে ফারায়েযের ল সা গু গুলি দু'ভাগে বিভক্ত ঃ-

১। যে সংখ্যাতে আওল হয়। আর তা হল ঃ ৬, ১২ ও ২৪।

২। যে সংখ্যাতে আওল হয় না। আর তা হল ঃ ২, ৩, ৪ ও ৮।

যে যে সংখ্যায় 'আওল' হয়, তার পরিমাণ ও ধরন

(ক) ল সা গু = ৬

এ সংখ্যাটি দু'টি ক্ষেত্রে জোড় ও দু'টি ক্ষেত্রে বিজোড় 'আওল' হয়। এটির আওল হয়ে ৭, ৮, ৯ ও ১০-এ পরিণত হয়। আর তবেই ফারায়েযের অংকে ভাগ মেলে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৬/৭
স্বামী	১/২	৩
সহোদর বোন	১/২	৩
বৈমাত্রেয়ী বোন	১/৬	১

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৬/৮
স্বামী	১/২	৩
মা	১/৩	২
সহোদর বোন	১/২	৩

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৬/৯
স্বামী	১/২	৩
সহোদর বোন	১/২	৩
মা	১/৬	১
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৩	১
বৈপিত্রেয় ভাই		১

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৬/ ১০
স্বামী	১/২	৩
মা	১/৬	১
সহোদর বোন	১/২	৩
বৈমাত্রেয়ী বোন	১/৬	১
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৩	১
বৈপিত্রেয় ভাই		১

(খ) ল সা গু = ১২

এ সংখ্যাটি ৩ ক্ষেত্রে 'আওল' হয় বেজোড়ভাবে। এটির আওল হয়ে ১৩, ১৫ ও ১৭-তে পরিণত হয়, তবেই ভাগের হিসাব মেলে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ১২/ ১৩
স্ত্রী	১/ ৪	৩
মা	১/৬	২
সহোদর বোন	২/৩	৪
সহোদর বোন		৪

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ১২/ ১৫
স্ত্রী	১/ ৪	৩
বৈমাত্রেয়ী বোন	২/৩	৪
বৈমাত্রেয়ী বোন		৪
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৩	২
বৈপিত্রেয় ভাই		২

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ১২/ ১৭
স্ত্রী	১/ ৪	৩
মা	১/৬	২
সহোদর বোন	২/৩	৪
সহোদর বোন		৪
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৩	২
বৈপিত্রেয় ভাই		২

(গ) ল সা গু = ২৪

এ সংখ্যাটি মাত্র একটি ক্ষেত্রে 'আওল' হয়। আর এটির 'আওল' হয়ে কেবল বেজোড় সংখ্যা ২৭-এ পরিণত হয়। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ২৪/২৭
স্ত্রী	১/৮	৩
মা	১/৬	৪
বাপ	১/৬	৪
বেটি	২/৩	৮
বেটি		৮

তাসহীহ (কারেকশন, এ্যাডজাষ্টমেন্ট)

ফারায়েযের অংকে নির্ধারিত অংশ সবচেয়ে ক্ষুদ্র সংখ্যা দিয়ে সকল ওয়ারেসের মাঝে ভাগ করতে গিয়ে যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে যায় অথবা ভাগে না মেলে, তাহলে সে ক্ষেত্রে 'তাসহীহ'-এর দরকার হয়।

ভাগের অমিল যদি একই শ্রেণীভুক্ত ওয়ারেসদের মধ্যে হয়, তাহলে---

১। দেখতে হবে ওয়ারেসদের সংখ্যা ও অংশের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর সম্বন্ধ রয়েছে। যদি তাওয়াফুক থাকে, তাহলে তার সাধারণ উৎপাদক নেওয়া হবে।

আর তাবায়ুন থাকলে ওয়ারেসের পুরো সংখ্যাটাই নিতে হবে।

২। অতঃপর মাসআলার ল সা গু কে ঐ নেওয়া সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে।

৩। অতঃপর ঐ সংখ্যা দিয়ে প্রত্যেক ওয়ারেসের ভাগকে গুণ করতে হবে।

৪। অতঃপর তা শরীকানদের মাঝে ভাগ করতে হবে।

তাবায়ুনের উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৪	তাসহীহর পর ৪×২=৮	
স্ত্রী	১/৪	১	১×২	১
স্ত্রী				১
চাচা	বাকী	১	৩×২	২
চাচা		১		২
চাচা		১		২

লক্ষণীয় যে, স্ত্রীর সংখ্যা ২ এবং তাদের ভাগে পড়েছে ১। সুতরাং দু'টি সংখ্যার মাঝে 'তাবায়ুন' রয়েছে। সুতরাং দু'টি মাথার পুরো সংখ্যাটাই নেওয়া হল। একে ফারাযীদের পরিভাষায় 'জুযউস সাহ্ম' (ভাগাংশ) বলা হয়।

দেখা গেল, চাচাদের অংশ ও তাদের ভাগের মধ্যে মিল রয়েছে। সুতরাং তাদের ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হল। এদের সংখ্যা ভাগাংশে প্রবেশ করবে না।

আসল ল সা গু র সংখ্যাকে ঐ ভাগাংশ দিয়ে গুণ করা হল। অর্থাৎ, চার গণিত দুই সমান আট হল।

অতঃপর ঐ ভাগাংশকে প্রত্যেক ভাগের সাথে গুণ ক'রে নতুন ভাগ বের করা হল।

তামাসুলের উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু =৩	তাসহীহর পর ৩×২=৬
সহোদর বোন	২/৩	২	২
সহোদর বোন			২
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	১	২

লক্ষণীয় যে, বোনদের সংখ্যা ২ এবং তাদের ভাগে পড়েছে ২, সুতরাং দু'টি সংখ্যার মাঝে 'তামাসুল' রয়েছে। তাই দু'টি সংখ্যার একটিকে নেওয়া হল। আর সেটাই হল ভাগাংশ।

আসল ল সা গু র সংখ্যাকে ঐ ভাগাংশ দিয়ে গুণ করা হল। অর্থাৎ, ৩ গণিত ২ সমান ৬ হল।

অতঃপর ঐ ভাগাংশকে প্রত্যেক ভাগের সাথে গুণ ক'রে নতুন ভাগ বের করা হল।

অবশ্য উক্ত মাসআলায় তাসহীহ না করেও ভাগ করা যায়। দুই বোন ১টি করে ২টি এবং বৈমাত্রেয় ভাই ১টি নিলেই ভাগ হয়ে যায়।

একাধিক শ্রেণীর ওয়ারেস শরীকানদের মধ্যে ভাগে অমিল হলে দেখতে হবে তাদের সংখ্যা ও ভাগের মধ্যে কোন্ সম্বন্ধ রয়েছে। যদি 'তাওয়াফুক' থাকে,

তাহলে তার সাধারণ উৎপাদক নেওয়া হবে। 'তাবায়ুন' থাকলে পুরো সংখ্যাটাই নিতে হবে।

অতঃপর যে যে শ্রেণীর শরীকানদের মাঝে ভাগের অমিল হয়েছে তাদের ঐ নেওয়া সংখ্যাগুলো মাঝে আবার কোন্ সম্বন্ধ আছে তা দেখতে হবে। যদি 'তামাসুল' বা সমতা থাকে, তাহলে একটি সংখ্যা নিতে হবে। 'তাদাখুল' (একটি অপরটির অর্ধেক) হলে বড় সংখ্যাটি নিতে হবে। 'তাওয়াফুক' থাকলে একটির সাধারণ উৎপাদককে অপরটির পূর্ণ সংখ্যার সাথে গুণ করতে হবে। এবং 'তাবায়ুন' থাকলে সকল শ্রেণীর পুরো সংখ্যাটাই নিতে হবে এবং পরস্পরকে গুণ করতে হবে। আর সেটাই হবে 'ভাগাংশ'।

অতঃপর মাসআলার ল সা গু কে ঐ ভাগাংশ দিয়ে গুণ করতে হবে।

অতঃপর ঐ ভাগাংশ দিয়ে প্রত্যেক ওয়ারেসের ভাগকে গুণ করতে হবে।

অতঃপর তা শরীকানদের মাঝে ভাগ করতে হবে।

তাবায়ুনের উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৪	তাসহীহর পর ৪× ১২= ৪৮	
স্ত্রী	১/৪	১	১× ১২= ১২	৪
স্ত্রী				৪
স্ত্রী				৪
চাচা	বাকী	৩	৩× ১২= ৩৬	৯
চাচা				৯
চাচা				৯
চাচা				৯

দেখা গেল, শরীকান সংখ্যা ও ভাগের মধ্যে 'তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং পুরো সংখ্যাটা নেওয়া হল। অর্থাৎ স্ত্রীদের ৩ এবং চাচাদের ৪ নেওয়া হল।

অতঃপর দেখা গেল, দুই শ্রেণীর ওয়ারেসদের সংখ্যার মধ্যেও তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং একটি সংখ্যাকে অপর সংখ্যার সাথে গুণ করা হল। পাওয়া গেল ১২। আর এটাই হল ভাগাংশ।

অতঃপর ভাগাংশ ১২ কে অংকের আসল ল সা গু ৪ দিয়ে গুণ করা হল। পাওয়া গেল ৪৮।

অতঃপর আসল ভাগকে ঐ ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে প্রত্যেকের মাঝে সমানভাবে ভাগ করা হল। সুতরাং স্ত্রীদের ভাগ ১ থেকে ১২ এবং চাচাদের ভাগ ৩ থেকে ৩৬ হল। ৩ স্ত্রীর প্রত্যেকে পেল ৪টি ক'রে এবং ৪ চাচাদের মধ্যে প্রত্যেকে পেল ৯টি ক'রে।

তাওয়াফুকের উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু =৬/৭	তাসহীহর পর ৭×৬=৪২	
বোন	২/৩	৪	৪×৬= ২৪	৪
বোন				৪
বোন				৪
বোন				৪
বোন				৪
বোন				৪
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৩	২	২×৬= ১২	৩
বৈপিত্রেয় ভাই				৩
বৈপিত্রেয় ভাই				৩
বৈপিত্রেয় ভাই				৩
মা	১/৬	১	১×৬	৬

দেখা গেল, শরীকানদের সংখ্যা ও ভাগের মাঝে তাওয়াফুক রয়েছে। আর তার সাধারণ উৎপাদক হল ২, অতএব তাদের অর্ধেক সংখ্যা ৩ ও ২ নেওয়া হল।

অতঃপর দুই শ্রেণীর ওয়ারেসীন বোন ও বৈপিত্রেয় ভাইদের সংখ্যা ৬ ও ৪-এর উৎপাদক সংখ্যা ৩ ও ২-এর মাঝে তাবায়ুন থাকার ফলে পরস্পরকে গুণ করা হল। গুণফল হল ৬, আর সেটাই হল ভাগাংশ।

উক্ত মাসআলায় আওল সহ ল সা গু ৭ ছিল। ভাগাংশের সাথে ল সা গু র গুণ হলে ৪২ দাঁড়াল। সুতরাং তাসহীহর পর সেটাই হল ল সা গু।

অতঃপর ভাগের জন্য প্রত্যেকের অংশের সাথে ভাগাংশ গুণ করলে সঠিক ভাগ বেরিয়ে এল।

তামাসুলের উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু =৬	তাসহীহর পর ৩×৬= ১৮	
বেটি	২/৩	৪	৪×৩= ১২	৪
বেটি				৪
বেটি				৪
দাদী	১/৬	১	১×৩= ৩	১
দাদী				১
নানী				১
চাচা	বাকী	১	১×৩	৩

দুই শ্রেণীর ওয়ারেস ও তাদের ভাগের মধ্যে তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং পূর্ণ সংখ্যাই বহাল রাখা হল।

দুই শ্রেণীর ওয়ারেসদের সংখ্যায় তামাসুল (সমতা) পাওয়া গেল। সুতরাং

তাদের একটি সংখ্যা ৩-কে নেওয়া হল। আর সেটাই হল ভাগাংশ।

ভাগাংশ ৩-কে ল সা গু ৬ দিয়ে গুণ করলে ১৮ পাওয়া গেল। আর সেটাই হল শেষ ল সা গু।

অতঃপর ভাগাংশকে প্রত্যেকের ভাগের সাথে গুণ করলে সঠিক ভাগ বেরিয়ে এল।

তাদাখুলের উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৪	তাসহীহর পর ৪× ৪= ১৬	
স্ত্রী	১/৪	১	১× ৪= ৪	২
স্ত্রী				২
চাচা	বাকী	৩	৩× ৪= ১২	৩
চাচা				৩
চাচা				৩
চাচা				৩

এ মাসআলায় ওয়ারেস ও অংশের সংখ্যার মধ্যে তাবায়ুন রয়েছে। তাই ওয়ারেসদের পূর্ণ সংখ্যা বহাল রাখা হল।

দুই শ্রেণীর ওয়ারেসদের মাঝে তাদাখুল রয়েছে। সুতরাং বড় সংখ্যা ৪-কে নেওয়া হল আর সেটাই হল ভাগাংশ।

ভাগাংশ ৪-কে ল সা গু ৪ দিয়ে গুণ করলে ১৬ পাওয়া গেল। আর সেটাই হল শেষ ল সা গু।

অতঃপর ভাগাংশকে প্রত্যেকের ভাগের সাথে গুণ করলে সঠিক ভাগ বেরিয়ে এল।

আরো একটি তাওয়াফুকের উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু =৬	তাসহীহর পর ৬× ১২=৭২	
দাদী	১/৬	১	১× ১২= ১২	৩
দাদী				৩
নানী				৩
নানী				৩
চাচা	বাকী	৫	৫× ১২= ৬০	১০
চাচা				১০
চাচা				১০
চাচা				১০
চাচা				১০
চাচা				১০

দেখা গেল, শরীকানদের সংখ্যা ও ভাগের মাঝে তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং পূর্ণ সংখ্যাই বহাল রাখা হল।

দুই শ্রেণীর ওয়ারেসীন দাদী-নানী ও চাচাদের সংখ্যার মাঝে তাওয়াফুক পাওয়া গেল। সুতরাং দুই সংখ্যা ৬ ও ৪-এর মধ্যে একটির অর্ধেককে অপরটির সাথে গুণ করা হলে ছয় গণিত দুই অথবা তিন গণিত চার সমান ১২ পাওয়া গেল। আর সেটাই হল ভাগাংশ।

উক্ত মাসআলায় ল সা গু ৬ ছিল। ভাগাংশের সাথে ল সা গু র গুণ হলে ৭২ দাঁড়াল। সুতরাং তাসহীহর পর সেটাই হল সর্বশেষ ল সা গু।

অতঃপর ভাগের জন্য প্রত্যেকের অংশের সাথে ভাগাংশ গুণ করলে সঠিক ভাগ বেরিয়ে এল।

তাবায়ুনের উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু = ৪	তাসহীহর পর ৪× ১০= ৪০	
স্ত্রী	১/৪	১	১× ১০= ১০	৫
স্ত্রী				৫
চাচা	বাকী	৩	৩× ১০= ৩০	৬
চাচা				৬
চাচা				৬
চাচা				৬
চাচা				৬

এ মাসআলায় ওয়ারেস ও অংশের সংখ্যার মধ্যে তাবায়ুন রয়েছে। তাই ওয়ারেসদের পূর্ণ সংখ্যা বহাল রাখা হল।

দুই শ্রেণীর ওয়ারেসদের মাঝেও তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং একটির সাথে অপরটিরকে গুণ করা হল। অর্থাৎ ২ গণিত ৫ সমান ১০, আর সেটাই হল ভাগাংশ।

ভাগাংশ ১০-কে ল সা গু ৪ দিয়ে গুণ করলে ৪০ পাওয়া গেল। আর সেটাই হল সর্বশেষ ল সা গু।

অতঃপর ভাগাংশকে প্রত্যেকের ভাগের সাথে গুণ করলে সঠিক ভাগ বেরিয়ে এল।

পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী তিন শ্রেণীর ওয়ারেসদের মাঝে ভাগ অমিলের উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল সা গু =৬	তাসহীহর পর ৬×৬০=৩৬০	
দাদী	১/৬	১	৬০	২০
দাদী				২০
নানী				২০
বোন	২/৩	৪	২৪০	৪৮
বোন				৪৮
বোন				৪৮
বোন				৪৮
বোন				৪৮
চাচা	বাকী	১	৬০	১৫
চাচা				১৫
চাচা				১৫
চাচা				১৫

আরো একটি উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস		অংশ	ল সা গু = ১২/ ১৭	তাসহীহর পর ১৭×৬= ১০২	
৩	স্ত্রী	১/৪	৩	১৮	মাথাপিছু ৬
৪	দাদী-নানী	১/৬	২	১২	মাথাপিছু ৩
১	বোন	১/২	৬	৩৬	৩৬
৬	বৈমাঃ বোন	১/৬	২	১২	মাথাপিছু ২
৮	বৈপিঃ ভাই	১/৩	৪	২৪	মাথাপিছু ৩

৮ ও ৪-এর সর্বশেষ ভাগফল ২ এবং ৬-এর ৩, সুতরাং ২×৩=৬ হল ভাগাংশ।

ওয়ারেস		অংশ	ল সা গু = ১২/ ১৫	তাসহীহর পর ১৫×২=৩০	
২	স্ত্রী	১/৪	৩	৬	মাথাপিছু ৩
৪	দাদী-নানী	১/৬	২	৪	মাথাপিছু ২
১	বোন	১/২	৬	১২	১২
৮	বৈপিত্রেয় ভাই	১/৩	৪	৮	মাথাপিছু ১

২, ৪ ও ৮-এর সর্বশেষ ভাগফল ২ এবং সেটাই ক্ষুদ্রতম ভাগাংশ। নচেৎ নিচের নিয়মেও করা যায়।

ওয়ারেস		অংশ	ল সা গু = ১২/ ১৫	তাসহীহর পর ১৫×৮= ১২০	
২	স্ত্রী	১/৪	৩	২৪	মাথাপিছু ১২
৪	দাদী-নানী	১/৬	২	১৬	মাথাপিছু ৪
১	বোন	১/২	৬	৪৮	৪৮
৮	বৈপিঃ ভাই	১/৩	৪	৩২	মাথাপিছু ৪

ওয়ারেস		অংশ	ল সা গু =৬/৭	তাসহীহর পর ৭×২= ১৪	
২	দাদী-নানী	১/৬	১	২	মাথাপিছু ১
২	বৈমাত্রেয়ী বোন	২/৩	৪	৮	মাথাপিছু ৪
২	বৈপিত্রেয়ী বোন	১/৩	২	৪	মাথাপিছু ২

তামাসুল থাকার ফলে ভাগাংশ ২ ক'রে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়।

ওয়ারেস		অংশ	ল সা গু =৬	তাসহীহর পর ৬×৬০=৩৬০	
৪	দাদী-নানী	১/৬	১	৬০	মাথাপিছু ১৫
১	সহোদর বোন	১/২	৩	১৮০	১৮০
৬	বৈমাত্রেয়ী বোন	১/৬	১	৬০	মাথাপিছু ১০
১০	বৈপিত্রেয় ভাইপো	বাকী	১	৬০	মাথাপিছু ৬

ওয়ারেস		অংশ	ল সা গু = ১২/ ১৭	তাসহীহর পর ১৭×২=৩৪	
২	স্ত্রী	১/৪	৩	৬	মাথাপিছু ৩
৪	দাদী-নানী	১/৬	২	৪	মাথাপিছু ১
১	সহোদর বোন	১/২	৬	১২	১২
৪	বৈমাত্রেয় ভাই	১/৬	২	৪	মাথাপিছু ১
৮	বৈপিত্রেয় ভাই	১/৩	৪	৮	মাথাপিছু ১

মুনাসাখাত

মুনাসাখাত শব্দটি 'নাস্‌খ' থেকে গৃহীত। যার অর্থ হয় ঃ স্থানান্তর বা রহিত করা।

ফারায়েযের পরিভাষায় মুনাসাখাত হল ঃ মৃতের মীরাস বন্টিত হওয়ার আগেই তার এক অথবা একাধিক ওয়ারেস মৃত্যুবরণ করে।

যেহেতু এই অবস্থায় সম্পত্তি স্থানান্তরিত হয় এবং পূর্বের ফারাযী হিসাবকে রহিত ক'রে দেয়, তাই তার নামকরণ হয়েছে মুনাসাখাত।

মুনাসাখাতের অবস্থাসমূহ

মুনাসাখাতের তিনটি অবস্থা হতে পারে ঃ-

১। দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারেসগণই পূর্ব মৃতের ওয়ারেস। অর্থাৎ, প্রথম মৃতের নিকট থেকে যেভাবে যে অংশে ওয়ারেস হয়েছিল, দ্বিতীয় মৃতের নিকট থেকেও একই ভাবে একই অংশে ওয়ারেস হবে।

২। প্রথম মৃতের ওয়ারেসগণ দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারেস হবে না এবং দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারেসগণ প্রথম মৃতের ওয়ারেস হবে না।

৩। দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারেসরা প্রথম মৃতেরও ওয়ারেস এবং তাদের অংশ ও ভাগও ভিন্ন ভিন্ন।

উদাহরণ ঃ-

এক ব্যক্তি ১০ জন ভাই রেখে মারা গেল। এদের মধ্যে মীরাস বন্টনের আগেই আরো ৫ ভাই কোন দুর্ঘটনায় মারা গেল। এরপর মীরাস বন্টনে কোন সমস্যা থাকবে না। যেহেতু বাকী ৫ ভাইই সেই সম্পত্তির মালিক হবে।

এক ব্যক্তি ৩ ছেলে রেখে মারা গেল। ছেলেরা সম্পত্তি বন্টনের আগেই তাদের একজন স্ত্রী, এক মেয়ে ও এক পোতা রেখে মারা গেল। তাদের দ্বিতীজন তিন ছেলে রেখে মারা গেল এবং তৃতীয়জন ২ জন ছেলে ও একজন মেয়ে রেখে মারা গেল। তাদের সম্পত্তি বন্টনের নিয়ম ও উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ-

ভাগাংশ	১২০	১৫			৪০		২৪		জামেআহ
ল.সা.গু.	৩	৮			৩		৫		৩৬০
বেটা	১	মৃত (ক)							
বেটা	১				মৃত (খ)				
বেটা	১						মৃত (গ)		
		স্ত্রী	১/৮	১					১৫
		মেয়ে	১/২	৪					৬০
		পোতা	বাকী	৩					৪৫
					বেটা	১			৪০
					বেটা	১			৪০
					বেটা	১			৪০
							বেটা	২	৪৮
							বেটা	২	৪৮
							বেটি	১	২৪

১। প্রথম মৃতের মীরাস ভাগ করা হল।

২। পরবর্তীতে প্রত্যেক মৃত (ক, খ ও গ)এর পৃথক মাসআলা ও ভাগ করা হল।

৩। (ক, খ ও গ)এর প্রত্যেকের মীরাস (১- ১- ১) ও তার ল সা গু (৮-৩-৫)এর মাঝে তাবায়ুন পাওয়া গেল। সুতরাং সমস্ত ল সা গু বহাল রাখা হল।

৪। দেখা গেল প্রত্যেক ল সা গু র মাঝেও তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং একটিকে অপরের সাথে গুণ করা হল। অর্থাৎ, ৮×৩×৫= ১২০ পাওয়া গেল। আর এটি হল প্রধান ভাগাংশ।

৫। অতঃপর ১২০কে প্রথম মৃতের ল সা গু (৩) দ্বারা গুণ করা হল, তাতে ৩৬০ পাওয়া গেল, আর সেটাই হল সমস্ত মাসায়েলের জামেআহ।

৬। প্রথম ভাগাংশ ১২০-কে প্রত্যেক মাসআলার ল সা গু দ্বারা ভাগ করা হল। আর ভাগফল হল প্রত্যেক মাসআলার ভাগাংশ। সুতরাং (ক)এর হল ৮÷ ১২০= ১৫, (খ)এর হল ৩÷ ১২০= ৪০ এবং (গ)এর হল ৫÷ ১২০=২৪।

৭। পরিশেষে প্রত্যেকের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে সঠিক হিসাব পাওয়া গেল, যা জামেআহর নিচে প্রত্যেক ওয়ারেসের সামনে উল্লিখিত হয়েছে।

ভাগাংশ	৬		২		৩		জামেআহ
ল.সা.গু.	২৪		১২ (৩)		৪/৮ (২)		১৪৪
স্ত্রী	১/৮	৩					১৮
বেটি	২/৩	৪					২৪
বেটি		৪					২৪
বেটি		৪	মৃত (ক)				
বেটি		৪			মৃত (খ)		
চাচা	বাকী	৫					৩০
			স্বামী	১/৪ ৩			৬
			মা	১/৬ ২			৪
			বেটা	বাকী ৭			১৪
					স্বামী	১/৪ ১ ২	৬
					বেটা	বাকী ৩ ৩	৯
					বেটা		৯

দেখা গেল, পরে মৃতদের হিসাবের ল সা গু ও প্রথম মৃতের নিকট থেকে তাদের পাওয়া ভাগের মাঝে একের চারে তাওয়াফুক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক সংখ্যার সাধারণ উৎপাদক ৪ ছাড়া অন্য দুটি সংখ্যা অর্থাৎ ১২ থেকে ৩ এবং ৮ থেকে ২ নেওয়া হল।

নেওয়া সংখ্যা ৩ ও ২-এর মাঝে তাবায়ুন থাকার ফলে পরস্পরকে গুণ করা হল। গুণফল ৬ হল প্রথম মাসআলার ভাগাংশ।

অতঃপর ৬-কে প্রথম মৃতের ল সা গু (২৪) দ্বারা গুণ করা হল, তাতে ১৪৪ পাওয়া গেল, আর সেটাই হল সমস্ত মাসায়েলের জামেআহ।

অতঃপর প্রথম মৃতের ল সা গু কে প্রত্যেক মাসআলার ল সা গু দ্বারা ভাগ করা হল। আর ভাগফল হল প্রত্যেক মাসআলার ভাগাংশ। সুতরাং (ক)এর হল ২৪÷ ১২=২, (খ)এর হল ২৪÷৮=৩। (যা উপরে রাখা হল।)

পরিশেষে প্রত্যেকের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে সঠিক হিসাব

পাওয়া গেল, যা জামেআহর নিচে প্রত্যেক ওয়ারেসের সামনে উল্লিখিত হয়েছে।

ভাগাংশ	৩		৮		৮		জামেআহ
ল.সা.গু.	২৪		৩		৩		৭২
স্ত্রী	১/৮	৩					৯
পুতিন	২/৩	৮	মৃত (ক)				
পুতিন		৮			মৃত (খ)		
চাচা	বাকী	৫					১৫
			বেটা	২			১৬
			বেটি	১			৮
					বেটা	২	১৬
					বেটি	১	৮

১। দেখা গেল, পরে মৃতদের হিসাবের ল সা গু ও প্রথম মৃতের নিকট থেকে তাদের পাওয়া ভাগের মাঝে তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মাসআলার ল সা গু কে বহাল রাখা হল।

২। পরে মৃত ওয়ারেসদের মাসআলার ল সা গু দু'টির মাঝে তামাসুল (সমতা) রয়েছে। সুতরাং তার একটিকে নিয়ে প্রথম মৃতের ভাগাংশ করা হল।

৩। প্রথম মাসআলার ল সা গু কে পরের দুই মাসআলার একটি দ্বারা গুণ করা হলে ২৪×৩=৭২ হল জামেআহ।

৪। পরিশেষে প্রত্যেকের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে সঠিক হিসাব পাওয়া গেল, যা জামেআহর নিচে প্রত্যেক ওয়ারেসের সামনে উল্লিখিত হয়েছে।

ভাগাংশ	৪	২		১		জামেআহ
ল.সা.গু.	২	২		৪		৮
বেটা	১	মৃত (ক)				
বেটা	১			মৃত (খ)		
		বেটা	১			২
		বেটা	১			২
				বেটা	২	২
				বেটি	১	১
				বেটি	১	১

১। দেখা গেল, পরে মৃতদের হিসাবের ল সা গু ও প্রথম মৃতের নিকট থেকে তাদের পাওয়া ভাগের মাঝে তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মাসআলার ল সা গু কে বহাল রাখা হল।

২। পরে মৃত ওয়ারেসদের মাসআলার ল সা গু দু'টির মাঝে তাদাখুল রয়েছে। সুতরাং তার বড়টিকে নিয়ে প্রথম মৃতের ভাগাংশ করা হল।

৩। প্রথম মাসআলার ল সা গু কে পরের দুই মাসআলার বড়টি দ্বারা গুণ করা হলে ২×৪=৮ হল জামেআহ।

৪। প্রথম মাসআলার ভাগাংশ ৪-কে পরের দু'টি মাসআলার ল সা গু কে ভাগ করলে (ক)-এর ভাগাংশ ২ ও (খ)-এর ভাগাংশ ১ হল।

৫। পরিশেষে প্রত্যেকের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে সঠিক হিসাব পাওয়া গেল, যা জামেআহর নিচে প্রত্যেক ওয়ারেসের সামনে উল্লিখিত হয়েছে।

ভাগাংশ	২৪	৪	৩	জামেআহ
ল.সা.গু.	৩	৬ (৩)	৮ (৪)	৭২
বৈমাঃ ভাই	১	মৃত (ক)		
বৈমাঃ ভাই	১		মৃত (খ)	
বৈমাঃ ভাই	১			২৪
মা	১/৬	১		৪
বেটা	বাকী	৫		২০
স্ত্রী	১/৮	১		৩
বেটা	বাকী	৭		২১

১। দেখা গেল, পরে মৃতদের হিসাবের ল সা গু ও প্রথম মৃতের নিকট থেকে তাদের পাওয়া ভাগের মাঝে তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মাসআলার ল সা গু কে বহাল রাখা হল।

২। পরে মৃত ওয়ারেসদের মাসআলার ল সা গু দু'টির মাঝে অর্ধেকে (যেহেতু ৬ ও ৮-এর সাধারণ উৎপাদক ২) তাওয়াফুক রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক সংখ্যার অর্ধেক নিয়ে একটি সাথে অপর পূর্ণ সংখ্যার গুণ করা হল। অর্থাৎ, ৩×৮ অথবা ৬×৪=২৪ প্রথম মৃতের ভাগাংশ করা হল।

৩। প্রথম মাসআলার ল সা গু কে পরের দুই মাসআলার ল সা গু (২৪) দ্বারা গুণ করা হলে ৩×২৪=৭২ হল জামেআহ।

৪। প্রথম মাসআলার ভাগাংশ ২৪-কে পরের দু'টি মাসআলার ল সা গু কে ভাগ করলে (ক)-এর ভাগাংশ ৪ ও (খ)-এর ভাগাংশ ৩ হল।

৫। পরিশেষে প্রত্যেকের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে সঠিক হিসাব পাওয়া গেল, যা জামেআহর নিচে প্রত্যেক ওয়ারেসের সামনে উল্লিখিত হয়েছে।

ভাগাংশ	৬	৩	২	জামেআহ
ল.সা.গু.	২	২	৩	১২
বেটা	১	মৃত (ক)		
বেটা	১		মৃত (খ)	
বেটা	১			৩
বেটা	১			৩
বেটা	১			২
বেটা	১			২
বেটা	১			২

১। দেখা গেল, পরে মৃতদের হিসাবের ল সা গু ও প্রথম মৃতের নিকট থেকে তাদের পাওয়া ভাগের মাঝে তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মাসআলার ল সা গু কে বহাল রাখা হল।

২। পরে মৃত ওয়ারেসদের মাসআলার ল সা গু দু'টির মাঝে তাবায়ুন রয়েছে। সুতরাং একটিকে অপরটির সাথে গুণ করা হল। অর্থাৎ, ২×৩=৬ প্রথম মৃতের ভাগাংশ করা হল।

৩। প্রথম মাসআলার ল সা গু কে পরের দুই মাসআলার ল সা গু ২ অতঃপর ৩ দ্বারা গুণ করা হলে ২×২×৩= ১২ হল জামেআহ।

৪। প্রথম মাসআলার ভাগাংশ ৬-কে পরের দু'টি মাসআলার ল সা গু দ্বারা ভাগ করলে (ক)-এর ভাগাংশ ৩ ও (খ)-এর ভাগাংশ ২ হল।

৫। পরিশেষে প্রত্যেকের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে সঠিক হিসাব পাওয়া গেল, যা জামেআহর নিচে প্রত্যেক ওয়ারেসের সামনে উল্লিখিত হয়েছে।

ভাগাংশ	১	২	২	১	জামেআহ
ল.সা.গু.	২৪	৪	৪	৫	২৪
স্ত্রী	১/৮ ৩				৩
বেটি	২/৩ ৮	মৃত (ক)			
বেটি	৮		মৃত (খ)		
চাচা	বাকী ৫			মৃত (গ)	
স্বামী	১/৪	১			২
বেটা	বাকী	৩			৬
স্বামী	১/৪	১			২
বেটা	বাকী	১			২
বেটা	বাকী	১			২
বেটা	বাকী	১			২
বেটা	২				২
বেটা	২				২
বেটি	১				১

লক্ষণীয় যে, মাসআলাটির প্রত্যেক অংশে নিজ নিজ ভাগের সাথে মিলে গেছে।

১। মৃত ওয়ারেসদের অংশ ও তার ল.সা.গু বিভাজ্য ছিল। তাদের প্রত্যেকের ভাগ মিলে গেছে।

২। প্রথম মাসআলার ল.সা.গু.কে সরাসরি জামেআহ করা হয়েছে এবং স্ত্রীর ভাগকেও অপরিবর্তিতরূপে বহাল করা হয়েছে।

৩। পরবর্তী তিন মৃতের ভাগকে তাদের মাসআলার ল.সা.গু দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকের ভাগাংশ ২ ও ১ হয়েছে।

৪। প্রত্যেকের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে সঠিক হিসাব পাওয়া গেছে, যা জামেআহর নিচে প্রত্যেক ওয়ারেসের সামনে উল্লিখিত হয়েছে।

ভাগাংশ	৪		৩		৪		৪		জামেআহ
ল.সা.গু.	১২		৪		৪		৪		৪৮
স্ত্রী	১/৪	৩	মৃত (ক)						
বোন	২/৩	৪			মৃত (খ)				
বোন		৪					মৃত (গ)		
চাচা	বাকী	১							৪
			স্বামী	১/৪	১				৩
			বেটা	বাকী	৩				৯
						স্বামী	১/৪	১	৪
						বেটা	বাকী	৩	১২
						স্বামী	১/৪	১	৪
						বেটা	বাকী	৩	১২

১। প্রথম মৃতের মীরাসের ভাগ লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল, পরবর্তীতে মৃত সকলের ভাগ ও তাদের মাসআলার ল.সা.গু.র মাঝে সমতা রয়েছে। কেবল স্ত্রীর ভাগ ও তার মাসআলার মাঝে অসমতা রয়েছে। সুতরাং তার ভাগটিকে তার মাসআলার ভাগাংশ করা হয়েছে। আর দুই বোনের ল.সা.গু ভাগের সাথে মিলে যাওয়ার জন্য তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

২। স্ত্রীর মাসআলা ৪ কে প্রথম মাসআলা ১২ দিয়ে গুণ ক'রে ৪৮ কে জামেআহ করা হয়েছে।

৩। প্রত্যেকের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে সঠিক হিসাব পাওয়া গেছে, যা জামেআহর নিচে প্রত্যেক ওয়ারেসের সামনে উল্লিখিত হয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত একাধিক মৃতের মীরাস

যদি কোন দুর্ঘটনায়; যেমন পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, গাড়ি এক্সিডেন্ট হয়ে, দেওয়াল চাপা পড়ে, বন্যায় ভেসে গিয়ে, আগুনে পুড়ে, সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে, গুলিবিদ্ধ হয়ে অথবা অন্য কোন আম মরণে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহলে তাদের এককে অপর ব্যক্তির ওয়ারেস বানাবার পদ্ধতি কি?

প্রথমতঃ দেখতে হবে যে, তাদের মধ্যে কে আগে মরেছে এবং কে পরে?

১। যদি তারা একই সাথে মরেছে---তা জানা যায়, তাহলে উলামাদের ঐকমতে তাদের কেউ ওয়ারেস হবে না। যেহেতু ওয়ারেস হওয়ার শর্ত হল, মুওয়ার্রিসের মৃত্যুর সময় ওয়ারেসকে জীবিত থাকতে হবে। আর সেই শর্ত এ ক্ষেত্রে বিলীন। সুতরাং কেবল তাদের জীবিত ওয়ারেসরাই ওয়ারেস হবে।

২। কে পরে মরেছে তা জানা যায় এবং দর্শক তা ভুলে না। এমতাবস্থায় সকলের মতে পরবর্তী মৃত ওয়ারেস হবে।

৩। কে পরে মরেছে তা জানা যায়; কিন্তু পরে দর্শক তা ভুলে যায়।

৪। কে পরে মরেছে তা জানা যায়; কিন্তু তা নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না।

৫। কে কার আগে বা পরে মরেছে, তা কিছুই জানা যায় না।

শেষোক্ত তিন অবস্থায় ওয়ারেসরা দাবী করবে যে, তাদের মুওয়ার্রিস পরে মরেছে। তখন সকল পক্ষের ওয়ারেসরা নিজের দাবীর সপক্ষে কসম খাবে। অতঃপর কেবল অবশিষ্ট জীবিত ওয়ারেসদেরকে মীরাস দেওয়া হবে। যেহেতু সে দাবী হবে দলীলহীন অথবা পরস্পর-বিরোধী দলীলের মত।

সকল পক্ষের ওয়ারেসরা এ কথায় একমত হবে যে, কে আগে অথবা পরে মরেছে, সে কথা কেউ জানে না। এমতাবস্থায় তাদের ওয়ারেস হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

(ক) মৃতদের কেউ ওয়ারেস হবে না। বরং জীবিত ওয়ারেসরাই ওয়ারেস হবে। এ মত হল অধিকাংশ উলামা, হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকীদের। সাহাবাগণের একটি জামাআত এই মত পোষণ করেন।

(খ) মৃতরা পরস্পরের ওয়ারেস হবে। এ মত হাম্বলীদের।

তবে সঠিক হল, এমতাবস্থায় মৃতরা পরস্পরের ওয়ারেস হবে না। যেহেতু ইয়ামামাহ ও স্বিফ্ফীন যুদ্ধের মৃতরা পরস্পরের ওয়ারেস হননি। বরং তাঁদের জীবিত ওয়ারেসরাই ওয়ারেস হয়েছিলেন। (বাইহাক্বী ৬/২২২)

তাছাড়া এমতাবস্থায় মরণকালে ওয়ারেসের জীবনের কথা সন্দিগ্ধ। সুতরাং সন্দেহের উপর ভিত্তি ক'রে নিশ্চিতভাবে কিছু করা যায় না।

রদ (রদ্দ বা আবর্তন)

রদ মানে প্রতিহত করা, ফিরিয়ে দেওয়া, আবর্তিত করা।

ফারাযী পরিভাষায় রদ বলা হয়, যাবিল ফুরুযদের অংশ দেওয়ার বর বাকী সম্পত্তিও তাদেরই হকদারদের উপর তাদের অংশ পরিমাণ ফিরিয়ে দেওয়াকে।

যাবিল ফুরুযদেরকে যথা অংশ দেওয়ার পরেও বাকী মীরাস ফিরিয়ে দেওয়ার কারণ হল, এমতাবস্থায় তাদের অংশে সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ হয় না এবং মৃতের কোন আস্বাবাও থাকে না।

❁ রদ্দের শর্তাবলী

১। যাবিল ফুরুয যেন মাসআলার পুরো সংখ্যা নিঃশেষ না ক'রে ফেলে। যেহেতু অবশিষ্ট না থাকলে রদ হবে কি দিয়ে?

২। কোন আস্বাবাহ যেন না থাকে। যেহেতু আস্বাবাহ থাকলে বাকী সম্পত্তির ওয়ারেস সেই হবে।

❁ যাবিল ফুরুযের কার উপর রদ হবে?

কেবল স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া বাকী সকল যাবিল ফুরুযের উপর রদ হবে। যেহেতু রদ্দের হেতু হল রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয়তা। আর স্বামী বা স্ত্রী রক্ত-সম্পর্কের কেউ নয়।

❁ রদলাভকারী শ্রেণীভুক্ত যাবিল ফুরুয

রদলাভকারী শ্রেণীভুক্ত যাবিল ফুরুয সাত শ্রেণীর ঃ-

১। এক বা একাধিক কন্যা বা মেয়ে।
২। এক বা একাধিক পৌত্রী বা পুতিন।
৩। এক বা একাধিক সহোদর বোন।
৪। এক বা একাধিক বৈমাত্রেয়ী বোন।
৫। এক বা একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই বা বোন।
৬। মা
৭। এক বা একাধিক দাদী বা নানী।

❁ স্বামী-স্ত্রী বহির্ভূত মাসআলায় মৌলিক সংখ্যা

স্বামী-স্ত্রী বহির্ভূত মাসআলায় মৌলিক বিভাজ্য সংখ্যা নানা রকম হয়ে থাকে। যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ-

(ক) রদলাভকারীরা একই শ্রেণীভুক্ত হবে।

এই অবস্থায় মৌলিক বিভাজ্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হবে না। কারণ তখন আস্বাবার মত ওয়ারেসদের সংখ্যা অনুযায়ী ঐ সংখ্যা গৃহীত হবে।

(খ) রদলাভকারী ওয়ারেসরা যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হবে।

এমতাবস্থায় বিভাজ্য সংখ্যা হবে চারটি ঃ ২, ৩, ৪ ও ৫।

রদলাভকারীদের মাসায়েল (ল.সা.গু.) হবে ৬ সংখ্যা। যেহেতু এ সকল মাসায়েলে ১/৪ ও ১/৮ নেই। কারণ এ দু'টি স্বামী-স্ত্রীর মৌলিক অংশ।

অবশ্য যে মাসআলায় স্বামী অথবা স্ত্রী থাকবে, তার ল.সাগু. হবে ২, ৪ অথবা ৮, যেহেতু এরূপই তাদের অংশের মূল উৎস।

❁ স্বামী-স্ত্রী বহির্ভূত রদ্দের মাসআলার ফারাযী অংকের পদ্ধতি

১। মাসআলায় একজন মাত্র রদলাভকারী ওয়ারেস থাকবে।

এ অবস্থায় অংক কষা ছাড়াই তাকে তার নির্ধারিত অংশ এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি প্রদান করা হবে।

২। মাসআলায় একই শ্রেণীভুক্ত একাধিক ওয়ারেস থাকবে।

এমতাবস্থায় তাদের মাথাপিছু সংখ্যা অনুসারে বিভাজ্য সংখ্যা গ্রহণ করা হবে; যেমন মাসআলায় কেবল আস্বাবাহ থাকলে করা হয়।

উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	ল.সাগু.=২
বেটি	১
বেটি	১

ওয়ারেস	ল.সাগু.=৩
পুতিন	১
পুতিন	১
পুতিন	১

ওয়ারেস	ল.সাগু.=৪
বোন	১
বোন	১
বোন	১
বোন	১

৩। মাসআলায় একাধিক (দুই বা তিন) শ্রেণীভুক্ত ওয়ারেস থাকবে।

এমতাবস্থায় মাসআলার ল.সা.গু. ৬ হবে। অংক কষার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা রদ (আবর্তিত) হবে। প্রয়োজনে তাসহীহ করতে হবে।

উদাহরণ ঃ-

(ক) ল.সা.গু. ২-এর উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	ল.সাগু.=	২	২×২=	৪ (তাসহীহর পর)
দাদী	১/৬	১	১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ
নানী			১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ
বৈমাত্রেয় ভাই	১/৬	১	২	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

একই শ্রেণীভুক্ত ওয়ারেস দাদী ও নানীর সংখ্যা নিয়ে ল.সা.গু. ২ হয়েছে। কিন্তু তাদের ভাগে ১ পড়লে ভাগে মিলে না, এই জন্য তাসহীহ করে তা ৪ করা হয়েছে।

আসলে অংকটি যথা নিয়মে কষলে এইরূপ দাঁড়ায় ঃ-

ওয়ারেস	ল.সাগু.=	৬	বাকী ৪ রদ	তাসহীহ ২×৬= ১২
দাদী	১/৬	১	১+২=৩	৩
নানী				৩
বৈমাত্রেয় ভাই	১/৬	১	১+২=৩	৬

লক্ষণীয় যে, প্রথম অংকে দাদী-নানীর ভাগ ছিল ১/৪ ক'রে এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ভাগ ছিল ২/৪।

দ্বিতীয় অংকে দাদী-নানীর ভাগ হল ৩/১২ ক'রে এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ভাগ হল ৬/১২। উভয় সংখ্যাই কিন্তু সমান। পূর্বের অংক সরল এবং সবচেয়ে কম সংখ্যার ভাগ বলে সেটাই গ্রহণীয় হয়।

(খ) ল.সা.গু. ৩-এর উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	ল.সাগু.=	৩	
মা	১/৬	১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ
বৈমাত্রেয় ভাই	১/৬	১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ
বৈমাত্রেয় ভাই	১/৬	১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

একই শ্রেণীভুক্ত অংশের ওয়ারেসদের সংখ্যা নিয়ে ল.সা.গু. ৩ হয়েছে। আসলে অংকটি যথা নিয়মে কষলে এইরূপ দাঁড়ায় ঃ-

ওয়ারেস	ল.সাগু.=	৬	বাকী ৩ রদ
মা	১/৬	১	১+১=২
বৈমাত্রেয় ভাই	১/৩	১	১+১=২
বৈমাত্রেয় ভাই		১	১+১=২

লক্ষণীয় যে, প্রথম অংকে মায়ের ভাগ ছিল ১/৩ ক'রে এবং বৈমাত্রেয় ভাইদেরও ভাগ ছিল ১/৩ ক'রে।

দ্বিতীয় অংকে মায়ের ভাগ হল ২/৬ ক'রে এবং বৈমাত্রেয় ভাইদের ভাগ হল ২/৬ ক'রে। উভয় সংখ্যাই কিন্তু সমান। পূর্বের অংক সরল এবং সবচেয়ে কম সংখ্যার ভাগ বলে সেটাই গ্রহণীয় হয়।

(গ) ল.সা.গু. ৪-এর উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	ল.সা.গু.=	৪	৪×২=৮	
মেয়ে	১/২	৩	৬	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ
পুতিন	১/৬	১	১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ
পুতিন			১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

(ঘ) ল.সা.গু. ৫-এর উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	ল.সা.গু.=	৫	
দাদী	১/৬	১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ
সহোদর বোন	১/২	৩	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ
বৈমাত্রেয়ী বোন	১/৬	১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

❁ স্বামী অথবা স্ত্রীযুক্ত রদ্দের মাসআলার ফারাযী অংকের পদ্ধতি

কোন রদ্দের মাসআলাতে স্বামী অথবা স্ত্রী থাকলে তারা কেবল নিজেদের নির্ধারিত অংশ পাবে এবং অবশিষ্ট মাল অবশিষ্ট যাবিল ফুরুযের উপর রদ করা হবে। প্রয়োজনে তাসহীহ করা হবে।

স্বামী অথবা স্ত্রীর সাথে কেবল একজন ওয়ারেস থাকলে, তার উদাহরণ ঃ-

(ক) ল.সা.গু. ৮-এর উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	ল.সা.গু.=	৮	
স্ত্রী	১/৮	১	নির্ধারিত অংশ
বেটি	১/২	৭	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

বেটি নির্ধারিত ভাগ একের দুই (অর্ধেক) ৪ নেওয়ার পরেও ৩ বাকি থাকে। সেটি রদ হিসাবে পেলে মোট ভাগ ৭/৮ হয়। নিম্নের অংক দ্রষ্টব্য ঃ-

ওয়ারেস	ল.সা.গু.=	৮	৩ বাকী	
স্ত্রী	১/৮	১	১	নির্ধারিত অংশ
বেটি	১/২	৪	৪+৩=৭	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

(খ) ল.সা.গু. ৪-এর উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	ল.সা.গু.=	৪	
স্ত্রী	১/৪	১	নির্ধারিত অংশ
বোন	১/২	৩	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

বুঝার জন্য নিম্নরূপ ঃ-

ওয়ারেস	ল.সা.গু.=	৪	১ বাকী	
স্ত্রী	১/৪	১	১	নির্ধারিত অংশ
বোন	১/২	২	২+১=৩	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

(গ) ল.সা.গু. ২-এর উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	ল.সা.গু.=	২	
স্বামী	১/২	১	নির্ধারিত অংশ
মা	১/৩	১	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

বুঝার জন্য নিম্নের অংক দ্রষ্টব্য ঃ-

ওয়ারেস	ল.সা.গু.=	৬	১ বাকী	
স্বামী	১/২	৩	৩	নির্ধারিত অংশ
মা	১/৩	২	২+১=৩	নির্ধারিত অংশ ও রদসহ

লক্ষণীয় যে, ১/২ ও ৩/৬ মানে সমান।

❁ স্বামী অথবা স্ত্রীর সাথে একাধিক শ্রেণীর ওয়ারেস থাকলে, তার পদ্ধতি ভিন্ন রকম ঃ-

১। কোন রদ্দের মাসআলাতে স্বামী অথবা স্ত্রী থাকলে পৃথক মাসআলায় তারা কেবল নিজেদের নির্ধারিত অংশ পাবে এবং অবশিষ্ট মাল অবশিষ্ট যাবিল ফুরুযের উপর রদ করা হবে। প্রয়োজনে তাসহীহ করা হবে।

২। রদলাভকারীদের পৃথক মাসআলা করা হবে এবং তার ল.সা.গু. ৬ হবে। দরকার হলে তাসহীহ করতে হবে।

৩। স্বামী অথবা স্ত্রীকে তার অংশ দেওয়ার পর দেখতে হবে যে, বাকী ভাগ ও তাসহীহর পর রদলাভকারীদের মাসআলা ভাগে মিলে যাচ্ছে কি না। মিলে গেলে স্বামী অথবা স্ত্রীর মাসআলার ল.সা.গু.ই জামেআহ হবে এবং তা অপরিবর্তিত অবস্থায় জামেআর নিচে লিখিত হবে। বাকী ভাগ রদলাভকারীদের মাসআলা দিয়ে ভাগ করতে হবে। আর ভাগফল সকলের ভাগাংশ হবে। যা দিয়ে প্রত্যেকের ভাগকে গুণ ক'রে জামেআর নিচে লিখতে হবে। ভাগে না মিললে পুরো সংখ্যাটাই রাখতে হবে। তাওয়াফুক হলে সাধারণ উৎপাদক নিতে হবে।

৪। ঐ ভাগাংশ দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাসআলা গুণ করলে গুণফল জামেআহ হবে।

৫। অতঃপর ভাগাংশের সাথে প্রত্যেকের ভাগকে গুণ করলে শেষভাগ বের

হয়ে আসবে এবং তা জামেআর নিচে লিখিত হবে।

বাকী ভাগ মিলে যাওয়ার উদাহরণ ঃ-

স্বামী-স্ত্রীর মাসআলা			রদ্দের মাসআলা		জামেআহ
৪			৬/৩/১		৪
স্ত্রী	১/৪	১			১
মা	বাকী	৩	১/৩	২	২
বৈপিত্রেয় ভাই			১/৬	১	১

১। স্ত্রীর মাসআলা হল ৪ দিয়ে, কারণ সেটাই তার অংশ। সুতরাং তার অংশ ১ ভাগ দিয়ে দেওয়া হল। বাকী ৩ দেওয়া হল রদলাভকারীদেরকে।

২। রদলাভকারীদের মাসআলা হল ৬ দিয়ে। মায়ের অংশ ১/৩=২ এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ১/৬= ১ ভাগ।

৩। রদলাভকারীদের ভাগ জমা ক'রে (২+১=৩)কে তাদের মাসআলার ল.সা.গু. করা হল।

৪। রদলাভকারীদের ল.সা.গু. ৩ এবং স্ত্রীর মাসআলার অবশিষ্ট ভাগ ৩-কে ভাগ করা হলে ভাগফল ১ পাওয়া গেল। আর সেটাই হল উভয় মাসআলার ভাগাংশ।

৫। স্ত্রীর মাসআলার ৪-কে জামেআহ বানানো হল এবং অপরিবর্তিত অবস্থায় তার নিচে লেখা হল।

৬। প্রত্যেকের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ ক'রে শেষভাগ নির্ণীত হল।

বাকী ভাগ না মিলার উদাহরণ ঃ-

স্বামী-স্ত্রীর মাসআলা			রদ্দের মাসআলা		জামেআহ
৪			৬/৩/২		৮
স্ত্রী	১/৪	১			২
দাদী	বাকী	৩	১/৬	১	৩
বৈপিত্রেয় ভাই			১/৬	১	৩

১। স্ত্রীর মাসআলা হল ৪ দিয়ে, কারণ সেটাই তার অংশ। সুতরাং তার অংশ ১ ভাগ দিয়ে দেওয়া হল। বাকী ৩ দেওয়া হল রদলাভকারীদেরকে।

২। রদলাভকারীদের মাসআলা হল ৬ দিয়ে। দাদীর অংশ ১/৬= ১ এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ১/৬= ১ ভাগ।

৩। রদলাভকারীদের ভাগ জমা ক'রে (১+১=২)কে তাদের মাসআলার ল.সা.গু. করা হল।

৪। রদলাভকারীদের ল.সা.গু. ২ এবং স্ত্রীর মাসআলার অবশিষ্ট ভাগ ৩-কে ভাগ করা হলে ভাগে না মিললে উভয়কে বহাল রাখা হল।

৫। স্ত্রীর মাসআলাকে রদলাভকারীদের মাসআলা দিয়ে গুণ করা হল। ৪×২=৮ হল জামেআহ।

৬। স্ত্রীর ভাগকে রদলাভকারীদের মাসআলার ঐ ২ দিয়ে গুণ ক'রে শেষভাগ নির্ণীত হল। রদলাভকারীদের ভাগকে ঐ বাকী ও বহাল করা ৩ দিয়ে গুণ ক'রে শেষভাগ বের করা হল।

তাওয়াফুকের উদাহরণ ঃ-

<table>
<tr><th colspan="3">স্বামী-স্ত্রীর মাসআলা</th><th colspan="3">রদ্দের মাসআলা</th><th>জামেআহ</th></tr>
<tr><td colspan="3">৪×২</td><td colspan="3">৬/৩×২=৬/২</td><td>৮</td></tr>
<tr><td>স্ত্রী</td><td>১/৪</td><td>১</td><td colspan="3"></td><td>২</td></tr>
<tr><td>নানী</td><td rowspan="4">বাকী</td><td rowspan="4">৩</td><td rowspan="2">১/৬</td><td rowspan="2">১</td><td>১</td><td>১</td></tr>
<tr><td>দাদী</td><td>১</td><td>১</td></tr>
<tr><td>বৈপিত্রেয় ভাই</td><td rowspan="2">১/৩</td><td>১</td><td>২</td><td>২</td></tr>
<tr><td>বৈপিত্রেয় ভাই</td><td>১</td><td>২</td><td>২</td></tr>
</table>

১। স্ত্রীর মাসআলা (ল.সা.গু.) ৪ করা হল।

২। রদলাভকারীদের মাসআলা ৬ করা হল। অতঃপর রদ হলে ৩ করা হল এবং তা তাসহীহ ক'রে আবার ৬ করা হল।

৩। রদলাভকারী মাসআলা ৬ ও স্ত্রীর মাসআলার বাকী ৩ ভাগের মধ্যে তাওয়াফুক রয়েছে। সুতরাং তাদের উভয় উৎপাদক ২ ও ১ বহাল করা হল।

৪। স্ত্রীর মাসআলা (ল.সা.গু.) ৪ কে ঐ ২ দিয়ে গুণ করা হল এবং ৮ হল জামেআহ।

৫। স্ত্রীর ভাগকে ঐ ২ দিয়ে গুণ ক'রে জামেআর নিচে লেখা হল।

৬। স্ত্রীর মাসআলার বাকী ৩-এর উৎপাদক ১ দিয়ে রদলাভকারীদের ভাগকে গুণ ক'রে তাদের শেষভাগও নির্ধারিত হল।

ভ্রূণের মীরাস

কোন শিশু যদি মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় তার মুওয়ার্রিস মারা যায়, তাহলে সে তার ওয়ারেস হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নবজাত শিশু (জন্মের সময়) শব্দ করলে ওয়ারেস হবে।" (বাইহাক্বী ৬/২৫৭)

❁ ভ্রূণের ওয়ারেস হওয়ার শর্তাবলী

দু'টি শর্ত-সাপেক্ষে ভ্রূণ ওয়ারেস হবে ঃ-

১। মুওয়ার্রিসের মরণকালে এ কথা নিশ্চিত হতে হবে যে, গর্ভে ভ্রূণ জন্ম

নিয়েছে; যদিও তা শুরুর দিকে হয়।

২। সে যেন ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ক্ষণকাল হলেও বেঁচে থাকে।

কিন্তু উক্ত শর্তদ্বয় পালিত হবে কিভাবে?

দু'টির মধ্যে একটি উপায়ে প্রথম শর্তটি পালন হতে পারে ঃ-

(ক) মুওয়ার্রিসের মৃত্যুর ছয় মাস পর সেই শিশু জীবিতাবস্থায় জন্ম নেবে।

(খ) গর্ভধারণের সর্বাধিক সময়কাল অথবা তার কম সময়ের মধ্যে সে জীবিত জন্ম নেবে; তবে তাতেও শর্ত হল যে, সে অবস্থায় যেন তার মায়ের সাথে সঙ্গম না হয়; বরং বিবাহিতা বা ক্রীতদাসী না হয়।

আর দ্বিতীয় শর্ত পালন হবে জন্মের পর তার জীবন প্রমাণিত হলে। যেমন, কোন প্রকার শব্দ ক'রে বা কেঁদে উঠলে, হাঁচি দিলে, দুধ পান করলে, নড়ে-চড়ে উঠলে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে ইত্যাদি। ইতিপূর্বে একটি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

কোন ওয়ারেস গর্ভে থাকলে মীরাস-বন্টন হবে কি?

সকল ওয়ারেসীন যদি সম্মত হয়, তাহলে শিশুর জন্ম নেওয়া অবধি অপেক্ষা করাই উত্তম। কিন্তু যদি ওয়ারেসীন সকলে অথবা কিছু লোক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই মীরাস বন্টন করার দাবী জানায়, তাহলে দু'জন ছেলে অথবা মেয়ের অংশ বকেয়া রেখে বাকী সম্পত্তি বিলি করতে হবে।

❁ ভ্রূণের সম্ভাবনাময় অবস্থা

গর্ভস্থ ভ্রূণের ৬ অবস্থায় জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা আছে ঃ-

১। মৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হবে।

২। ছেলে ভূমিষ্ঠ হবে।

৩। মেয়ে ভূমিষ্ঠ হবে।

৪। যমজ ছেলে ভূমিষ্ঠ হবে।

৫। যমজ মেয়ে ভূমিষ্ঠ হবে।

৬। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে যমজ ভূমিষ্ঠ হবে।

অবশ্য একাধিক শিশুও জন্ম নিতে পারে, তবে তা বিরল। আর বিরল ব্যাপার নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করা ঠিক নয়। অবশ্য আধুনিক যুগে আলট্রা-সাউন্ডের মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ ও সংখ্যা নির্ণয় করা যেতে পারে।

❁ ভ্রূণের প্রভাবে ওয়ারেসদের নানা অবস্থা

কোন ওয়ারেস গর্ভে থাকলে বাকী ওয়ারেসদের তিন অবস্থা হতে পারে ঃ-

১। এমন ওয়ারেস, যার অংশে ঐ ভ্রূণ কোন অবস্থাতেই কোন প্রভাব ফেলবে না, এমন ওয়ারেসকে তার পূর্ণ অংশ প্রদান করা হবে।

২। এমন ওয়ারেস, যাকে ঐ ভ্রূণ জন্ম নেওয়ার পর মীরাস থেকে বঞ্চিত করতে পারে, এমন ওয়ারেসকে ঐ শিশুর জন্ম পর্যন্ত কোন অংশ দেওয়া যাবে না।

৩। এমন ওয়ারেস, যাকে ঐ ভ্রূণ জন্ম নেওয়ার পর মীরাস থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তবে অংশ কমিয়ে দিতে পারে, এমন ওয়ারেসকে তার ন্যূন অংশ প্রদান করা হবে।

❁ ভ্রূণের জন্য কত পরিমাণ অংশ রাখতে হবে?

গর্ভস্থ শিশুর জন্য দু'জন শিশুর ঊর্ধ্বপক্ষে বেশী অংশটি অবশিষ্ট রাখতে হবে। যদিও দু'টির বেশী সন্তানও এক সাথে জন্ম নিতে পারে। তবে তা বিরল। আর বিরলের কোন বিধান নেই।

❁ ভ্রূণ-যুক্ত মাসআলার ফারায়েয

১। প্রত্যাশিত সকল অবস্থার খেয়াল রেখে পৃথক পৃথক মাসআলাহ এবং প্রয়োজন হলে তাসহীহ করতে হবে।

২। সব রকম প্রত্যাশিত মাসআলার একটি ছক বানিয়ে ফারায়েযের অংকের যথানিয়মে হিসাব রাখতে হবে, যার একটি 'জামেআহ' থাকবে। আর তা হবে সকল মাসায়েলের ল.সা.গু.।

৩। জামেআহকে প্রত্যেক মাসআলার প্রাথমিক ল.সা.গু. দ্বারা ভাগ করা হবে। আর ভাগফল হবে ভাগাংশ।

৪। প্রত্যেক ওয়ারেসে ভাগকে ঐ ভাগাংশ দিয়ে গুণ করা হবে এবং সেটা হবে তার শেষ ভাগ।

৫। প্রত্যেক ওয়ারেসের ভাগ লক্ষ্য ক'রে দেখে তার সবচেয়ে কম ভাগটা প্রদান করা হবে। যার ভাগ ভ্রূণ দ্বারা প্রভাবশীল নয়, তাকে তার পূর্ণ ভাগ দিয়ে দেওয়া হবে। বাকী সম্পত্তি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হবে। অতঃপর জন্মের পর তার ভাগ তাকে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট থাকলে তা পুনরায় ওয়ারেসদের মাঝে ভাগ ক'রে দেওয়া হবে।

উদাহরণ যমজ ছেলে হিসাবে সর্বাধিক অংশ ঃ-

ভাগাংশ	৬০		৩০		২০		২০		১৫		১২		জামেআহ	
ল.সা.গু.	১		২		৩		৩		৪		৫		৬০	
বৈমাঃ ভাই	১	৬০	১	৩০	২	৪০	১	২০	২	৩০	২		২৪	২০
সৎ মায়ের ভ্রূণ	-	-	১	৩০	১	২০	২	৪০	২	৩০	৩		৩৬	-
ভ্রূণের প্রত্যাশিত অবস্থা	মৃত		ছেলে		মেয়ে		যমজ ছেলে		যমজ মেয়ে		ছেলে ও মেয়ে		৪০ বকেয়া	

লক্ষ্যণীয় যে, এ মাসআলায় ভাইকে ২০ দেওয়া হয়েছে। আর তাতে ভ্রূণকে

যমজ ছেলে ধরে নিয়ে তাকে সবচেয়ে কম অংশ দেওয়া হয়েছে। বাকী ৪০ আটক রাখা হয়েছে।

❁ ভ্রূণ ভূমিষ্ঠের পর বকেয়া মালের বিলি-বন্টন

১। ভ্রূণ মৃত জন্মালে বকেয়া মাল তার ঐ ভাই পেয়ে যাবে।

২। ভ্রূণ যমজ ছেলে হলে, বকেয়া তাদের জন্য।

৩। ভ্রূণ একটি ছেলে হলে অথবা যমজ মেয়ে হলে ঐ ভাই বকেয়া থেকে ১০ এবং বাকী ঐ ভ্রূণ পাবে।

৪। ভ্রূণ যমজ ছেলে-মেয়ে হলে ঐ ভাই বকেয়া থেকে ৪ পাবে এবং বাকী পাবে ঐ ছেলে-মেয়ে বা ভ্রূণ।

৫। ভ্রূণ একটি মেয়ে হলে ঐ ভাই বকেয়া থেকে ২০ পাবে এবং বাকী ঐ মেয়ের।

উদাহরণ যমজ মেয়ে হিসাবে সর্বাধিক অংশ ঃ-

ভাগাংশ	৪		৩		৪		৪		৩		৪		জামেআহ
ল.সা.গু.	৬		৮/৬		৬		৬		৮/৬		৬		২৪
স্বামী	৩	১২	৩	৯	৩	১২	৩	১২	৩	৯	৩	১২	৯
মা	২	৮	২	৬	২	৮	১	৪	১	৩	১	৪	৩
চাচা	১	৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ভ্রূণ	-	-	৩	৯	১	৪	২	৮	৪	১২	২	৮	-
ভ্রূণের প্রত্যাশিত অবস্থা	মৃত		ছেলে		মেয়ে		যমজ ছেলে		যমজ মেয়ে		ছেলে ও মেয়ে		১২ বকেয়া

মাসায়েলের ল.সা.গু.র সংখ্যাগুলোকে পুনরায় ল.সা.গু. ক'রে পাওয়া গেল ২৪। আর সেটাই হল এই অংকের জামেআহ।

প্রত্যেক ওয়ারেসকে ন্যূন ভাগ দেওয়া হয়েছে। কেবল চাচাকে দেওয়া হয়নি। কারণ কিছু অবস্থায় সে বঞ্চিত হবে।

ভ্রূণকে যমজ কন্যা ধরে নিয়ে ঐ ভাগ করা হয়েছে এবং ২৪ বকেয়া রাখা হয়েছে।

অতঃপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে যদি মৃত জন্ম নেয়, তাহলে বকেয়া থেকে স্বামী পাবে ৩, মা পাবে, ৫ এবং চাচা পাবে ৪।

একটি মেয়ে হয়ে জন্মালে বকেয়া থেকে মা বাপে ৩ এবং বাকী ৯ ঐ মেয়ের।

একটি ছেলে হয়ে জন্মালে বকেয়া থেকে মা পাবে ৫, স্বামী পাবে ৩ এবং ৪ ঐ ছেলের।

যমজ ছেলে অথবা ছেলে-মেয়ে হয়ে জন্মালে বকেয়া থেকে মা বাপে ১ স্বামী পাবে ৩ এবং বাকী ৮ ওদের।

আর যমজ মেয়ে হয়ে জন্মালে বকেয়া তাদেরই।

উদাহরণ যমজ ছেলে ও মেয়ে সমান হিসাবে অংশ ঃ-

ভাগাংশ	১	১	১	১	১	১	জামেআহ
ল.সা.গু.	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
মা	২ -	১ -	১ -	১ -	১ -	১ -	১
বৈপিঃ ভাই	১ -	১ -	১ -	১ -	১ -	১ -	১
চাচা	৩	১ -	- -	- -	- -	- -	-
ভ্রূণ	- -	৪	৩	৪	৪	৪ -	-
ভ্রূণের প্রত্যাশিত অবস্থা	মৃত	ছেলে	মেয়ে	যমজ ছেলে	যমজ মেয়ে	ছেলে ও মেয়ে	৪ বকেয়া

এ মাসআলাতে প্রাথমিক ল.সা.গু. ও জামেআহ একই হয়েছে। এককে অপর দিয়ে ভাগ করলে ১ হয়েছে। আর সেটাই হয়েছে ভাগাংশ। আর ভাগাংশকে প্রত্যেকের ভাগ দিয়ে গুণ করলে শেষ ভাগ বার করা হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে যমজ ছেলে ও মেয়ের অংশ সমান-সমান হয়েছে।

ভ্রূণ মৃত মানা অবস্থায় মায়ের ভাগ ২ হয়েছে এবং বাকী অবস্থায় ১ হয়েছে। তাই তাকে ন্যূন ভাগ ১ দেওয়া হয়েছে। বৈপিত্রেয় ভায়ের ভাগ অপরবর্তিত থেকেছে। তাই তাকে পরিপূর্ণ অংশ দেওয়া হয়েছে। আর চাচা কিছু অবস্থায় বঞ্চিত হবে বলে তাকে কিছু দেওয়া হয়নি। সুতরাং বাকি ৪ ভ্রূণের জন্য আটক রাখা হয়েছে।

উক্ত অবস্থায় ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পুনর্বন্টন কিভাবে হবে?

১। ভ্রূণ মৃত ভূমিষ্ঠ হলে বকেয়া থেকে মা পাবে ১ এবং চাচা পাবে বাকী ৩।

২। ভ্রূণ কন্যা হয়ে জন্মালে বকেয়া থেকে সে পাবে ৩ এবং চাচা পাবে বাকী ১।

৩। এ ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় বকেয়া ভ্রূণেরই।

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মীরাস

কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হলে অর্থাৎ, হারিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলে, সে জীবিত না মৃত তার কোন খবর না জানা গেলে, সে ওয়ারেস হলে এবং অন্য ওয়ারেসদের সকলের উপর অথবা কিছুর উপর প্রভাবশালী হলে---সে অবস্থায় মীরাস বন্টন সমস্যার সৃষ্টি করে। তার সমাধান নিম্নরূপ ঃ-

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির নানা অবস্থা

১। আশা করা যায়, সে জীবিত আছে। যেমন, কেউ ব্যবসা, ভ্রমণ অথবা পড়াশোনার জন্য বিদেশ সফর করল অতঃপর তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

২। আশঙ্কা করা যায়, সে মারা গেছে। যেমন, কেউ নিজের বাড়ি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় অথবা কোন যুদ্ধে বা যুদ্ধ-এলাকায় নিখোঁজ হয়ে যায় অথবা কোন

দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে তাতে অনেক লোক মারা যায় এবং অনেকে বেঁচে যায় অথচ তার খবর জানা যায় না অথবা তাকে অপহরণ করা হয় অতঃপর তার সাথে কোন যোগাযোগ সম্ভব হয় না।

নিখোঁজ ব্যক্তির জন্য অপেক্ষার সময়সীমা

১। যদি আশা করা যায় যে, সে বেঁচে আছে, তাহলে তার জন্মদিন থেকে ৯০ বছর অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য ৯০ বছরের পর নিখোঁজ হলে কাযী তার অপেক্ষা-কাল নির্ণয় করবেন।

অপেক্ষা করার কারণ হল, এটাই স্বাভাবিক যে, সে বেঁচে থাকবে; যতক্ষণ না আশঙ্কা বা নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, সে মারা গেছে।

আর ৯০ বছর অপেক্ষা করার কারণ হল, সাধারণতঃ এরপর কোন মানুষ বেঁচে থাকে না। বিরলের কথা আলাদা।

২। যদি এমন অবস্থায় নিখোঁজ হয়, যাতে সাধারণতঃ আশঙ্কা হয় যে, সে মারাই গেছে, তাহলে ৪ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

এই সময়সীমা নির্ধারণ করার কারণ হল, এই সময়ের মধ্যে ঐ ব্যক্তির কোন না কোন খবর পাওয়া জরুরী। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় এতদিন সে যোগাযোগ না ক'রে থাকত না।

তাছাড়া সাহাবাগণ এই সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন।

অবশ্য এ ব্যাপারে শেষ কথা এটাই নয়। বরং কাযীর ইজতিহাদে অপেক্ষার সময় কম-বেশি হতে পারে।

নিখোঁজ ব্যক্তির সাথে ওয়ারেসদের অবস্থা

এ মর্মে তিন অবস্থা হতে পারে ঃ-

১। এমন ওয়ারেস, যার অংশে ঐ নিখোঁজ ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই কোন প্রভাব ফেলবে না, এমন ওয়ারেসকে তার পূর্ণ অংশ প্রদান করা হবে।

২। এমন ওয়ারেস, যাকে ঐ নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে এলে মীরাস থেকে বঞ্চিত করতে পারে, এমন ওয়ারেসকে ঐ ব্যক্তির না ফিরা পর্যন্ত অথবা মৃত গণ্য না করা পর্যন্ত কোন অংশ দেওয়া যাবে না।

৩। এমন ওয়ারেস, যাকে ঐ নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে আসার পর মীরাস থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তবে অংশ কমিয়ে দিতে পারে, এমন ওয়ারেসকে তার ন্যূন অংশ প্রদান করা হবে।

কিভাবে ফারায়েয কষা যাবে?

১। একটি মাসআলায় নিখোঁজকে মৃত ধরে নিয়ে বাকী ওয়ারেসদের অংশ নির্ধারণ করতে হবে।

২। অন্য একটি মাসআলায় তাকে জীবিত গণ্য ক'রে বাকী ওয়ারেসদের অংশ নির্ধারণ করতে হবে।

৩। দু'টি মাসআলার ল.সা.গু.কে পুনরায় ল.সা.গু. ক'রে যা বের হবে, সেটাই হবে জামেআ।

৪। জামেআহকে প্রত্যেক মাসআলার ল.সা.গু. দ্বারা ভাগ করতে হবে। আর ঐ ভাগফল হবে প্রত্যেক মাসআলার ভাগাংশ।

৫। প্রত্যেক ওয়ারেসের ভাগকে তার ভাগাংশ দিয়ে গুণ করা হবে।

৬। দু'টি মাসআলায় লক্ষ্য ক'রে দেখা যাবে কোন্‌টার ভাগ কম এবং সেই কম ভাগ ওয়ারেসকে দেওয়া হবে। আর বাকী নিখোঁজ ব্যক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত আটক রাখা হবে। অতঃপর সে ফিরে এলে সে পাবে অথবা মৃত প্রমাণিত হলে পুনরায় ওয়ারেসদের মাঝে বন্টন হবে। উদাহরণ ঃ-

ভাগাংশ	৪			১			জামেআহ
ল.সা.গু.	৩			৬×২= ১২			১২
মা	১/৩	১	৪	১/৬	১	২	২
বৈমাঃ ভাই	বাকী	২	৮	বাকী	৫	৫	৫
নিখোঁজ বৈমাঃ ভাই	-	-	-			৫	-
অবস্থা	মৃত			জীবিত			৫ বকেয়া

১। প্রথম মাসআলায় নিখোঁজ বৈমাত্রেয় ভাইকে মৃত গণ্য ক'রে মা-কে একের তিন অংশ এবং বাকী বৈমাত্রেয় ভাইকে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাসহীহর প্রয়োজন পড়েনি।

২। দ্বিতীয় মাসআলায় তাকে জীবিত গণ্য ক'রে মা-কে একের ছয় অংশ ১ এবং বাকী ৫ দুই ভাইকে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ভাগে না মিলার জন্য তাসহীহ করে মূল মাসআলাহ ৬×২= ১২ করা হয়েছে।

৩। দু'টি মাসআলার মাঝে লক্ষ্য ক'রে দেখা গেছে (৩ ও ১২) উভয়ের মধ্যে তাদাখুল রয়েছে। সুতরাং ল.সা.গু.র নিয়ম অনুযায়ী বড় সংখ্যাটিকে নেওয়া হয়েছে।

৪। এই ১২ কে পুনরায় দুই মাসআলার ঐ ল.সা.গু. দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। সুতরাং প্রথম মাসআলায় ১২ ভাজিত ৩ সমান ৪ এবং দ্বিতীয় মাসআলায় ১২ ভাজিত ১২ সমান ১ হয়েছে। সুতরাং প্রথম মাসআলার ভাগাংশ হল ৪ এবং দ্বিতীয় মাসআলার ভাগাংশ হল ১।

৫। প্রত্যেক ওয়ারেসের ভাগকে ঐ ভাগাংশ দিয়ে গুণ করা হয়েছে। এতে দু'টি মাসআলাকে এক পর্যায়ের ক'রে কম-বেশী দেখা হয়েছে।

৬। তুলনা ক'রে দেখা গেছে নিখোঁজ ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় মায়ের ভাগ ২ এবং মৃত অবস্থায় ৪, সুতরাং ন্যূন অংশ ২ দেওয়া হয়েছে।

আর বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ভাগ নিখোঁজ ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় ৫ এবং মৃত অবস্থায় ৮, সুতরাং ন্যূন অংশ ৫ দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ৫ আটক রাখা হয়েছে।

❁ নিখোঁজ ব্যক্তি জীবিত অথবা মৃত প্রমাণিত হওয়ার পর মীরাস বন্টন কিভাবে হবে?

১। নিখোঁজ ব্যক্তি জীবিত প্রমাণিত হলে বকেয়া তারই।

২। মুওয়ার্রিসের মুত্যুর আগে নিখোঁজ ব্যক্তি মৃত প্রমাণিত অথবা ঘোষিত হলে বকেয়া থেকে মা পাবে ২ এবং বাকী ৩ পাবে বৈমাত্রেয় ভাই।

৩। মুওয়ার্রিসের মুত্যুর পরে নিখোঁজ ব্যক্তি মৃত প্রমাণিত অথবা ঘোষিত হলে বকেয়া মাল তার ওয়ারেসরা পাবে।

আরো একটি উদাহরণ ঃ-

ভাগাংশ		২		১		জামেআহ	
ল.সা.গু.		৩		৬		৬	
মা	১/৩	১	২	১/৬	১	১	১
বাপ	বাকী	২	৪	বাকী	৫	৫	৪
সহোদর ভাই		-		-		-	
নিখোঁজ বৈমাত্রেয় ভাই		-		-		-	
অবস্থা		মৃত		জীবিত		১ বকেয়া	

উক্ত মাসআলায় মুওয়ারিত্রসের মৃত্যুর আগে নিখোঁজ ব্যক্তি মৃত প্রমাণিত হলে, বকেয়া মাল মা পাবে। যেহেতু তখন তার অংশ হবে একের তিন।

আর জীবিত প্রমাণিত হলে বকেয়া মাল বাপ পাবে। যেহেতু তখন মায়ের অংশ একের ছয় হয়ে যাবে। কারণ একাধিক ভাই রয়েছে; যদিও তারা বঞ্চিত। আর বাপ হবে আস্বাবাহ।

আরো একটি উদাহরণ ঃ-

ভাগাংশ	৩			১			জামেআহ
ল.সা.গু.	৬			৬×৩= ১৮			১৮
দাদী	১/৬	১	৩	১/৬	১	৩	৩
সহোদর বোন	২/৩	২	৬	২/৩	২	৬	৬
সহোদর বোন		২	৬		২	৬	৬
চাচা	বাকী	১	৩				-
বৈমাত্রেয়ী বোন	-	-	-	বাকী	১	১	-
নিখোঁজ বৈমাত্রেয় ভাই	-	-	-			২	-
অবস্থা	মৃত			জীবিত			৩ বকেয়া

উক্ত মাসআলায় মুওয়ার্রিসের মৃত্যুর পূর্বেই যদি নিখোঁজ ব্যক্তি মৃত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে বকেয়া মাল চাচার।

জীবিত ফিরে এলে তার হবে ২ ভাগ এবং ১ ভাগ তার বোনের।

আর মুওয়ার্রিসের মৃত্যুর পর সে মৃত বলে প্রমাণিত অথবা ঘোষিত হয়, তাহলে তার বোন পাবে ১ ভাগ এবং তার ওয়ারেসরা পাবে ২ ভাগ।

খোজার মীরাস

খোজা বলতে সেই মানুষকে বুঝানো হয়, যে ক্লীবলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ অথবা কোন লিঙ্গই বুঝা যায় না।

এই শ্রেণীর মানুষের দুই অবস্থা হতে পারে ঃ-

১। যে এখন ছোট, বড় হলে যার নারীত্ব অথবা পুরুষত্বের অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার আশা আছে।

২। যার নারীত্ব অথবা পুরুষত্বের অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার আশা নেই; যে ছোটতেই মারা গেছে অথবা সাবালক হওয়ার পরেও কিছু স্পষ্ট হয়নি।

ওয়ারেস হওয়ার ব্যাপারে খোজার পাঁচ অবস্থা

১। কেবল পুরুষ অবস্থায় ওয়ারেস হবে। উদাহরণ ঃ-

ভাগাংশ	১			১			জামেআহ
ল.সা.গু.	৬			৬			৬
বাপ	১/৬	১	১	বাকী	২	২	১
২ বেটি	২/৩	৪	৪	২/৩	৪	৪	৪
খোজা পোতা বা পুতিন	বাকী	১	১				
অবস্থা	পুরুষত্ব			নারীত্ব			১ বকেয়া

এরপর খোজা পুরুষ প্রমাণিত হলে বকেয়া ১ ভাগটি তার। নারী প্রমাণিত হলে ১ ভাগটি বাপের হবে। (জ্ঞাতব্য যে, বিষয়টি বিতর্কিত।)

২। কেবল নারী অবস্থায় ওয়ারেস হবে। উদাহরণ ঃ-

ভাগাংশ	৭			২			জামেআহ
ল.সা.গু.	২			৬/৭			১৪
স্বামী	১/২	১	৭	১/২	৩	৬	৬
বোন	১/২	১	৭	১/২	৩	৬	৬
বৈমাত্রেয় খোজা ভাই বা বোন				বাকী	১	২	
অবস্থা	পুরুষত্ব			নারীত্ব			২ বকেয়া

এরপর খোজা নারী প্রমাণিত হলে বকেয়া তারই। তা না হলে ১ ভাগ স্বামীর

এবং ১ ভাগ বোনের। অন্য মযহাব মতে ১ ভাগ খোজার বাকী একভাগ আধাআধি স্বামী ও বোনের।

৩। পুরুষ ও নারী অবস্থায় উভয়ভাবে সমান ওয়ারেস হবে। উদাহরণ ঃ-

ভাগাংশ	১			১			জামেআহ
ল.সা.গু.	৬			৬			৬
মা	১/৬	১	১	১/৬	১	১	১
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৬	১	১	১/৬	১	১	১
বোন	১/২	৩	৩	১/২	৩	৩	৩
বৈমাত্রেয় খোজা ভাই বা বোন	বাকী	১	১	বাকী	১	১	১
অবস্থা	পুরুষত্ব			নারীত্ব			১ বকেয়া

এ মাসআলায় কোন বকেয়া থাকবে না। কারণ, উভয় অবস্থায় কোন পার্থক্য নেই।

৪। পুরুষ অবস্থায় বেশী অংশের ওয়ারেস হবে। উদাহরণ ঃ-

ভাগাংশ	১				১			জামেআহ
ল.সা.গু.	৬/ ১৮				৬/ ১৮			১৮
মা	১/৬	১	৩	৩	১/৬	১	৩	৩
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৬	১	৩	৩	১/৬	১	৩	৩
বোন	বাকী	৪	৮	৪	বাকী	২	৬	৬
খোজা ভাই বা বোন			৪	৮		২	৬	৪
অবস্থা	পুরুষত্ব				নারীত্ব			২ বকেয়া

এরপর খোজা পুরুষ প্রকাশিত হলে বকেয়া তার। নচেৎ তার বোনের। (বিতর্কিত)

৪। নারী অবস্থায় বেশী অংশের ওয়ারেস হবে। উদাহরণ ঃ-

ভাগাংশ	৪			৩			জামেআহ
ল.সা.গু.	৬			৬/৮			২৪
স্বামী	১/২	৩	১২	১/২	৩	৯	৯
মা	১/৩	২	৮	১/৩	২	৬	৬
খোজা ভাই বা বোন	বাকী	১	৪	১/২	৩	৯	৪
অবস্থা	পুরুষত্ব			নারীত্ব			৫ বকেয়া

এরপর যদি খোজা নারী প্রমাণিত হয়, তাহলে বকেয়া ভাগ তার। আর পুরুষ প্রমাণিত হলে বকেয়া থেকে মা পাবে ২ ভাগ এবং স্বামী পাবে ৩ ভাগ। (এটি হাম্বলী মযহাব অনুযায়ী। হানাফী মযহাব মতে খোজাকে পুরুষ গণ্য করা হবে। কারণ তাকে সবচেয়ে ন্যূন অংশই দেওয়া হবে।)

যাবিল আরহাম

ফারায়েযের পরিভাষায় যাবিল আরহাম (জ্ঞাতি) হল সেই আত্মীয়গণ, যারা যাবিল ফুরুযও নয় এবং আস্বাবাও নয়। অর্থাৎ, মীরাসে তাদের কোন নির্ধারিত অংশও নেই এবং আস্বাবারূপেও তারা ওয়ারেস হয় না।

এদের ওয়ারেস হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ }

অর্থাৎ, আল্লাহর বিধানে নিকটাত্মীয়গণ একে অন্যের (অন্য অপেক্ষা) অধিক হকদার। *(সূরা আনফাল ৭৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মামা তার ওয়ারেস, যার কোন ওয়ারেস নেই।" *(বাইহাক্বী, ইরওয়া ১৭০০নং)*

অবশ্য তাদের ওয়ারেস হওয়ার শর্তাবলী রয়েছে ঃ-

১। কোন আস্বাবা যেন না থাকে।

২। স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া যেন যাবিল ফুরুযদের কেউ না থাকে। যেহেতু স্বামী বা স্ত্রীর উপর বাকী মাল আবর্তিত (রদ) হয় না।

❁ যাবিল আরহাম আত্মীয়

যাবিল আরহাম আত্মীয় ১১ শ্রেণীর মানুষ ঃ-

১। নাতি-নাতনী (কন্যার) সন্তান এবং পুতিনের (ছেলের মেয়ের) সন্তান।

২। ভাগ্নে-ভাগ্নেয়ী, বুনপো-বুনঝি (বোনের সন্তান)।

৩। সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাইপো-ভাইঝি (ভাইয়ের মেয়ে) এবং তাদের ছেলেদের মেয়ে।

৪। বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তান।

৫। সহোদর বা বৈমাত্রেয় চাচার মেয়ে (চাচাতো বোন) এবং তার সন্তান।

৬। বৈপিত্রেয় চাচা।

৭। সকল শ্রেণীর ফুফু।

৮। সকল শ্রেণীর মামা ও খালা।

৯। বঞ্চিত দাদা-দাদী ও নানা-নানী। (বাপের কারণে বঞ্চিত)

১০। বৈপিত্রেয় দাদা-নানা ও বঞ্চিত দাদী-নানী। (মায়ের কারণে বঞ্চিত)

১১। যে আত্মীয়র উপরে উপরোক্ত কোন আত্মীয় পড়ে। যেমন, ফুফুর ফুফু, খালার খালা।

❁ যাবিল আরহামের মীরাসাসূত্র

১। পুত্রীয় সূত্র; আর তাতে সেই আত্মীয়রা শামিল, যাদের উপরে মৃতের সন্তান থাকে এবং তারা যাবিল ফুরুয বা আস্বাবাহসূত্রেও ওয়ারেস হয় না। যেমন মেয়ের সন্তান (নাতি-নাতনী) এবং পুতিনের সন্তান।

২। পৈতৃক সূত্র; আর তাতে সেই আত্মীয়রা শামিল, যাদের উপরে তাদের পিতা বর্তমান থাকে এবং তারা যাবিল ফুরুয বা আস্বাবাহসূত্রেও ওয়ারেস হয় না। যেমন, সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সন্তান (ভাইপো-ভাইঝি) এবং তাদের সন্তান। বাপের মামা ও খালা, বাপের কারণে বঞ্চিত দাদা-দাদী; যেমন দাদীর বাপ, তার দাদীর বাপ।

৩। মাতৃক সূত্র; আর তাতে সেই আত্মীয়রা শামিল, যাদের উপরে তাদের মা পড়ে এবং তারা যাবিল ফুরুয বা আস্বাবাহসূত্রেও ওয়ারেস হয় না। যেমন, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তান, মামা ও খালা, মায়ের মামা ও খালা, মায়ের চাচা ও ফুফু, দাদা-দাদী ও নানা-নানী (যারা তার বর্তমানে বঞ্চিত হয়), অনুরূপ নানীর বাপ প্রভৃতি।

❁ যাবিল আরহামের মীরাস বন্টনের পদ্ধতি

যাবিল আরহামের প্রত্যেককে সেই ওয়ারেসের স্তরে গণ্য করতে হবে, যার কারণে তারা বঞ্চিত হয়ে থাকে। অতঃপর সেই ওয়ারেসের মত ওয়ারেস হবে অথবা বঞ্চিত।

সুতরাং নাতি-নাতনী (কন্যার) সন্তান, পুতিনের (ছেলের মেয়ের) সন্তানকে ভাগ্নে-ভাগ্নেয়ী, বুনপো-বুনঝি (বোনের সন্তানকে) তাদের মায়ের স্তরে রাখা হবে।

সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাইপো-ভাইঝি (ভাইয়ের মেয়ে), তাদের ছেলেদের মেয়েকে এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তানকে ভাইয়ের স্তরে রাখা হবে।

সহোদর বা বৈমাত্রেয় চাচার মেয়ে (চাচাতো বোন) এবং তার সন্তানকে চাচার স্তরে রাখতে হবে।

বৈপিত্রেয় চাচা ও সকল শ্রেণীর ফুফুকে বাপের স্তরে রাখতে হবে।

সকল শ্রেণীর মামা ও খালা এবং নানা প্রভৃতিকে মায়ের স্তরে রাখতে হবে।

বাপের মামা ও খালা এবং নানা প্রভৃতিকে দাদীর স্তরে রাখতে হবে।

মায়ের মামা ও খালা এবং তার নানা প্রভৃতিকে নানীর স্তরে রাখতে হবে।

জ্ঞাতব্য যে, যাবিল আরহামের নারী-পুরুষ উভয়ে বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের মত সমান ভাগ পাবে।

ত্যক্ত সম্পত্তি

ত্যক্ত সম্পত্তি হল তাই, যা মৃত ব্যক্তি ত্যাগ ক'রে যায়।

এই সম্পত্তি বন্টনই ফারায়েযের মূল উদ্দেশ্য। আর ইতিপূর্বে তা'সীল ও তাসহীহ যা আলোচিত হয়েছে, সেসব এরই মাধ্যম মাত্র।

ত্যক্ত সম্পত্তি দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে ঃ-

১। যা গণনা ক'রে ভাগ-বন্টন করা যায়। যেমন, টাকা-পয়সা, মাপ ও ওজনযোগ্য জিনিস ইত্যাদি।

২। যা গণনা ক'রে ভাগ-বন্টন করা যায় না। যেমন, পশু, ভিটে, গাড়ি ইত্যাদি; যদি তা একাধিক না হয় অথবা হলেও তা সমান সমান হয় না।

❁ গণনাযোগ্য সম্পত্তির ভাগ-বন্টন পদ্ধতি

সম্পত্তি গণনা ক'রে ভাগ-বন্টন করার যোগ্য হলে তার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে ঃ-

(ক) অংক কষার পর যে ভাগ তার ভাগে পড়ে গণনা ক'রে মূল সম্পত্তি থেকে তা বের ক'রে দেওয়া হবে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৬/৮	মোট সম্পত্তি/৮০০০	
মা	১/৩	২	৮ ভাগের ২ ভাগ	২০০০
স্বামী	১/২	৩	৮ ভাগের ৩ ভাগ	৩০০০
বোন	১/২	৩	৮ ভাগের ৩ ভাগ	৩০০০

মোট সম্পত্তি ছিল আট হাজার টাকা। তাকে ভাগ করা হল আট ভাগে। যেহেতু আট ভাগেই সকল ওয়ারেস বিনা ভাগশেষে ভাগ পেয়ে যাবে। একভাগে পড়ল এক হাজার টাকা। মায়ের ভাগ পড়েছিল ২টি। সুতরাং তাকে আট ভাগের ২ ভাগ অর্থাৎ ২ হাজার টাকা দেওয়া হল। স্বামীর ভাগ পড়েছিল ৩টি। সুতরাং তাকে আট ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ তিন হাজার টাকা দেওয়া হল। অবশেষে বোনের ভাগও তাই।

লক্ষণীয় যে, সরাসরি কাউকে তার অংশ বের ক'রে দিলে অনেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। যেমন স্বামীর অংশ অর্ধেক অতএব তাকে মূল সম্পত্তির অর্ধেক ৪ হাজার দেওয়া হল। বোনের অংশও অর্ধেক তাকেও ৪ হাজার দেওয়া হল। পরিশেষে মায়ের অংশ একের তিন হওয়া সত্ত্বেও তার ভাগে কিছু অবশিষ্ট থাকল না।

কেউ যদি ভাগ ক'রে প্রথমে স্বামীকে দেয় অর্ধেক ৪ হাজার। বাকী থাকল ৪ হাজার। তারপর তার অর্ধেক ২ হাজার বোনকে দেয়..... তাহলে তা তার মূর্খামির শেষ সীমা বলতে হবে।

বলা বাহুল্য, আওল, রদ ইত্যাদি দেখে তবেই সম্পত্তি বন্টন করতে হবে এবং অংশ বের করতে হবে মূল সম্পত্তি থেকে।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৬/৮		মোট সম্পত্তি/ ১৬০	
মা	১/৬	১		৮ ভাগের ১ ভাগ	২০
স্বামী	১/২	৩		৮ ভাগের ৩ ভাগ	৬০
বোন	২/৩	৪	২	৮ ভাগের ২ ভাগ ক'রে	৪০
বোন			২		৪০

মোট সম্পত্তি ১৬০ ভরি স্বর্ণকে ফারায়েযের অংক অনুযায়ী ৮ ভাগে ভাগ করা হল। প্রত্যেক ভাগে পড়ল ২০ ভরি ক'রে। মায়ের ভাগ ছিল একটি। তাকে দেওয়া হল ২০ ভরি। স্বামীর ভাগ ছিল ৩টি তাকে দেওয়া হল ৬০ ভরি। দুই বোনের ভাগ ছিল ৪টি তাদেরকে ২টি ক'রে ৪টি অর্থাৎ ৪০ ক'রে ৮০ ভরি দেওয়া হল।

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৮× ১৬= ১২৮	মোট সম্পত্তি/ ১২৮	
স্ত্রী	১/৮	১	১৬	১৬
ছেলে ৪টি	বাকী	৭	৪× ১৪	৫৬
মেয়ে ৮টি			৮×৭	৫৬

(খ) সমস্ত সম্পদকে মাসআলার শেষ ল.সা.গু. দিয়ে ভাগ করার পর তার ভাগফলকে প্রত্যেক ওয়ারেসের ভাগ দিয়ে গুণ করলে হক বের হয়ে আসে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৬×৩= ১৮		মোট সম্পত্তি/২৭০০	
২৭০০÷ ১৮ = ১৫০					
মা	১/৬	৩		১৫০×৩	৪৫০
বোন	১/২	৯		১৫০×৯	১৩৫০
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	৬	৪	১৫০×৪	৬০০
বৈমাত্রেয়ী বোন			২	১৫০×২	৩০০

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ১২×৩=৩৬		মোট সম্পত্তি/৩৬০০০	
৩৬০০০÷৩৬ = ১০০০					
স্ত্রী	১/৪	৩	৯	১০০০×৯	৯০০০
দাদী	১/৬	২	৬	১০০০×৬	৬০০০
বৈমাত্রেয় ভাই	বাকী	৭/২১	১৪	১০০০× ১৪	১৪০০০
বৈমাত্রেয়ী বোন			৭	১০০০×৭	৭০০০

❁ সম্পত্তি গণনাযোগ্য না হলে তা বন্টন করার নিয়ম

সম্পত্তি গণনার অযোগ্য হলে প্রথমোক্তের হিসাবের মতই সকলের অংশ বের ক'রে দিতে হবে। উদাহরণ ঃ-

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু. ৬/৭		সম্পত্তি/বাড়ি
মা	১/৬	১	১	১/৭
বোন	১/২	৩	৩	৩/৭
বৈমাত্রেয়ী বোন	১/৬	১	১	১/৭
বৈপিত্রেয় ভাই	১/৩	২	১	১/৭
বৈপিত্রেয় ভাই			১	১/৭

ওয়ারেস	অংশ	ল.সা.গু.= ১২		সম্পত্তি/বাগান
স্ত্রী	১/৪	৩	১	১/ ১২
স্ত্রী			১	১/ ১২
স্ত্রী			১	১/ ১২
দাদী	১/৬	২	১	১/ ১২
নানী			১	১/ ১২
বোন	১/২	৬	৬	৬/ ১২
চাচা	বাকী	১	১	১/ ১২

এই সাথে কাঠা বা কড়া-গন্ডায় পরিণত ক'রেও ভাগ করা যেতে পারে। তা নাহলে মোট বাড়ির দাম ক'রে সেই দামকে ভাগ করা যেতে পারে।

هذا ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.